দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

মূল্যবৃদ্ধি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে আইমা

একদিকে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, তারই সঙ্গে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের পতন— সবমিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা আমজনতার। অথচ এসব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনও হেলদোল নেই। সামান্য বিবৃতি দেওয়ার বাইরে তাদের আর কোনও কৃতিত্বই নেই। মাঠে নেমে প্রতিবাদ আন্দোলন করার কথা যাদের, তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। অথচ টিভি শোতে মুখ দেখিয়ে মৌখিক বিবৃতি দিতেই তারা ব্যস্ত।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:8 Issue:03 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৪ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ৯ ডিসেম্বর ২০২২ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

তৃণমূলের ‘ঘুম’ কেড়ে নিল আইমা

জেলা যুব সম্মেলনে পঞ্চায়েত-‘বার্তা’ সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। গত ৪ ডিসেম্বর পাঁশকুড়ায় অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনের প্রস্তুতি সভায় সেই লড়াইয়ের দামামা বাজিয়ে দিলেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি জানালেন, পঞ্চায়েত ভোটে আইমার লড়াই করার সম্ভাবনা প্রায় নব্বই শতাংশ। তবে আইমা কীভাবে লড়বে, কত আসনে প্রার্থী দেবে সে সব খোলসা করে কিছু বলেননি তিনি। এদিকে আইমা সুপ্রিমোর এই ঘোষণায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করলে শাসকদলের কপালে যে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হবে, সেকথা মানছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও।

গত রবিবার আইমার উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকেও নিশানা করেন তিনি। তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল মনে করছে মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় কোনও পছন্দ নেই। তৃণমূল নেতারা বিজেপির ভয় দেখিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে চুপ করিয়ে রেখেছে। রাজ্যজুড়ে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে।’’ শাসকদলকে বিঁধতে গিয়ে রুহুল সাহেব তুলে ধরেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল বিজেপির লোকদের ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তারা বিজেপির লোকদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মুসলমানদের নিয়েই তাদের যত অবহেলা। তারা মনে করে একদিনের বেশি ইদের ছুটি দিলে তাদের হিন্দু ভোট নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ মাত্র কয়েক শতাংশ বিহারীদের নিয়ে তৃণমূলী মুখ্যমন্ত্রীর ঘুম নেই। ছট পুজোয় দু’দিন ছুটি! তার মধ্যে রবিবার পড়লে সোমবার দিনও ছুটি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ইদের বিষয় নিয়ে কথা হলে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি ছুটে যান ‘সেটিং’ করতে। মোদীর লোকদের দিয়ে এনআরসির ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে। সরকার তার ভোটের রাজনীতি ঠিকই করে যাচ্ছে বলে জানান আইমা সম্পাদক। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার ওপর ওপর এনআরসির বিরোধিতা করলেও তলে তলে তারা বিজেপিকে সাহায্য করছে। এনআরসিকে অতি ভয়ংকর বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে তিনি জানান, যদি এই রাজ্যে এনআরসি নাই হবে তবে ডিটেনশন ক্যাম্পগুলো কীসের জন্য তৈরি হচ্ছে?

এর পর দুয়ের পাতায়

এক ঝলকে

হিজাব আন্দোলনে প্রথম জয় ইরানে

আড়াই মাস ধরে লাগাতার হিজাব বিরোধী আন্দোলন। অবশেষে এই ইস্যুতে পিছু হটল ইরানের সরকার। হিজাব নিয়ে ‘নীতি পুলিশি’ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল তেহেরান। রবিবার ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ জাফর মন্তাজেরি বলেন, ‘‘নীতি পুলিশির সঙ্গে বিচার বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই কারণেই এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’’ প্রসঙ্গত, ২০০৬ থেকে ইরানি চালু ছিল এই ‘নীতি পুলিশি’ ব্যবস্থা। তৎকালীন কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আহমদিনেজাদের নির্দেশে চালু হয় এই ব্যবস্থা। ইরানি ভাষায় এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘গস্তে-ই-এরশাদ’।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

বিয়ের উপহারে রাস্তা সংস্কার!

বিয়ের আগে রাস্তা সংস্কারের দাবি প্রয়াগরাজের বাসিন্দা নুকুশ ফতিমার। রাস্তা সংস্কারের আবেদন করে যোগী আদিত্যনাথকে টুইট করেছিলেন তিনি। একদিনে রাস্তা সংস্কার করে যোগী প্রশাসন তাঁকে বিয়ের উপহার দিল। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ফতিমা। আর তার ফলও হাতেনাতে পেলেন উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা ওই তরুণী। বিয়ের আগেই চকচকে রাস্তা পেল ফতিমার গ্রাম। এটা যোগীর বিয়ের উপহার বলে মনে করছেন ফতিমার পরিবার। কয়েকদিন আগে বিয়ে ঠিক হয়েছিল প্রয়াগরাজের ধুমানগঞ্জের আবুবকরপুর এলাকার বাসিন্দা নুকুশ ফতিমার। বিয়ে ঠিক হলেও, চিন্তা গ্রাস করে পরিবারে।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

উল্কাপিণ্ড থেকে ‘এলিয়েন গুপ্তধন’

বছর দুয়েক আগে ১৪ টন ওজনের একটি উল্কাপিণ্ড পড়েছিল সোমালিয়ায়। সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা দুটি নতুন ধাতুর সন্ধান পেয়েছিলেন, যা এর আগে পৃথিবীতে কখনও দেখা যায়নি। গবেষকরা জানিয়েছিলেন, সেটি ছিল নবম বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড। পরবর্তীতে পরীক্ষার জন্য মহাকাশ থেকে পতিত সেই শিলা পাঠানো হয় অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা করার পর গবেষকরা জানান এই দুই ধাতুর নাম ইলালাইট এবং এলকিনস্টান্টোনাইট। এই দুই ধাতুর মধ্যে প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইল আলি’ থেকে, যাকে আয়ন, আইএবি কমপ্লেক্স হিসেবে শ্রেণিবদ্ধও করা হয়ছে। এই বিভাগে রয়েছে মোট ৩৫০টি উল্কাপিণ্ড। নবম বৃহত্তম উল্কাপিণ্ডটি যে শহর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তা সোমালিয়ার হিরান অঞ্চলের ইল আলি শহরের। সেই শহরের নাম থেকেই উল্কাপিণ্ডটির এমন নামকরণ করা হয়।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

নৈসর্গিক। *কাশ্মীরের ডাল লেকে শীতকালীন পর্যটন উৎসবে এক কনসার্টে বাশি বাজাচ্ছেন এক কাশ্মিরী বংশীবাদক।*

‘অন্যের গোলামে পরিণত হয় ইতিহাস ভোলা জাতি’

সংহতি দিবসে বার্তা সৈয়দ রুহুল আমিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। এদিন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে। ৩০ বছর পেরিয়ে এসে আজও প্রাসঙ্গিক এই দিনটি। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবাসীর কাছেও বাবরি ধ্বংস অত্যন্ত বেদনার। ফলে এই দিনটি ধিক্কার দিবস হিসাবে পালন করে দেশের উদারমনস্ক সংগঠনগুলি। বাবরি মসজিদ শুধুমাত্র মুসলমানদের কোনও ধর্মস্থান নয়। ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মধ্যে এটি একটি মূল্যবান নিদর্শন। ফলে এর ধ্বংস সাধন সকল যুক্তিবাদী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে উদ্বিগ্ন করেছে। হিন্দুত্ববাদীরা শুধু প্রাচীন এই স্থাপত্যকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি, একইসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যকে নষ্ট করেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে স্মরণ করে এবার উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানালেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে বাবরি মসজিদের ধ্বংসকারীদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ঠিক কী বলেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন? তাঁর কথায়, ‘‘বাবরি মসজিদ হিন্দুরা ভাঙেনি। ভেঙেছে আরএসএস-বিজেপির লোকেরা। এটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বলে যেতে হবে।’’ ভাইজানের ভাইরাল হয়ে যাওয়া এই পোস্টের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে অনেকেই তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে তাতে তিনি মোটেও বিচলিত নন। কেন তিনি এই ধরনের মন্তব্য করেছেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আইমা সম্পাদক। বলেছেন, ‘‘সনাতন ধর্ম কখনও উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। তাছাড়া সব ধর্মই মানুষকে ভালোবাসতে বলে। যাদের নির্দেশে বা যারা বাবরি মসজিদ ভেঙেছে তারা আদৌ সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শের কথা মানে না, বিশ্বাস করে না এই ধর্মের সহনশীলতাকে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যই তারা সনাতন ধর্মকে ব্যবহার করে চলেছে। তাহলে কীভাবে তারা হিন্দু হতে পারে?’’ আইমা সুপ্রিমোর প্রশ্ন, ‘‘জিহাদের নামে যারা অন্য ধর্মের পাশাপাশি মুসলিমদেরও হত্যা করে তাদের কি সত্যিই মুসলিম বলা যাবে? ইসলামে কোথাও বলা নেই তোমার ধর্মকে রক্ষা করার জন্য অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যা করো। আর যারা নিজের ধর্মের মানুষকেই রেয়াত করে না, তারা কী করে মুসলিম হতে পারে?’’

এর পর দুয়ের পাতায়

বাংলায় ফিরছে ভাঙনের রাজনীতি

তৃণমূল-বিজেপির বাকযুদ্ধে সিঁদুরে মেঘ রাজ্য-রাজনীতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলায় যত ভোট এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ভাঙন জল্পনা। দল ভাঙলে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়েই সিদ্ধহস্ত। যে প্রবণতা ২০১৯-এর আগে থেকে শুরু হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে, তা আবার ফিরে আসতে চলেছে বাংলায়। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উভয়েই হুঙ্কার ছাড়ল দলকে ভাঙার। বিজেপি আবার ডিসেম্বর ধামাকার বার্তাও দিয়ে রেখেছে তৃণমূল সরকারকে।

২০২১-এর আগে তৃণমূল ভেঙে বিজেপি ত্রাস সঞ্চার করছিল বাংলায়। কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলকে। বিজেপি নাগাড়ে যোগাদান মেলা করিয়ে তৃণমূলকে ছত্রখান করেও ফায়দা তুলতে পারেনি ২০২১-এর ভোটে। এমনকী শুভেন্দু-মুকুল-রাজীবদের নিয়েও মমতা-ক্যারিশ্মাকে ম্লান করতে পারেনি তারা। একুশের নির্বাচনে তো হেরেইছে, তার পরবর্তী উপনির্বাচন ও পুরনির্বাচনেও মুখ থুবড়ে পড়েছে। এরপর ভোট পরবর্তী সময়ে ঠিক উল্টো স্রোত দেখা দিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। বিজেপি ছেড়ে ফের ঘরে ফেরার জোয়ার পড়ে গিয়েছিল একুশের ভোটের পরে। তবে বিগত এক বছর ধরে দলবদলের হিড়িক একটু থমকে ছিল। বিশেষ করে বড় কোনও দলবদল হয়নি। কিন্তু আবার তা শুরু হতে চলেছে পঞ্চায়েত ভোটের আগে। অন্তত বিজেপি ও তৃণমূল যেভাবে একের পর এক হুঙ্কার ছাড়ছে, তাতে বাংলায় ফের ফিরছে ভাঙনের রাজনীতি, তা নিশ্চিত।

বিজেপি পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাংলার মুখ করে এনেছে মিঠুন চক্রবর্তীকে। তাঁকে বিভিন্ন জেলায় জেলায় ঘুরিয়ে জনসংযোগের কাজ করাচ্ছে বিজেপি। তিনিই প্রথম সুর তুলেছেন ভাঙনের। তৃণমূলের ২১ জন বিধায়ক তাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন বলে হুঙ্কার দিয়েছেন। তারপর বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, এমনকী রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন তৃণমূলের ৩০ থেকে ৪০ জন পা বাড়িয়ে রয়েছেন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপিকে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে আপ-তৃণমূল

২০২৪-এর আগে প্রমাণ গুজরাত নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাতের মহারণে ফের ধরাশায়ী কংগ্রেস। রেকর্ড আসনে জিতে টানা সপ্তমবার মোদী-রাজ্যে ক্ষমতা দখল করল বিজেপি। আবারও একবার আম আদমি পার্টিকে কাজে লাগিয়ে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টরকে দুরমুশ করে ছাড়লেন মোদী-শাহরা। ভোট সমীকরণের অঙ্কে যে তাঁদের ধারেকাছে কারও মস্তিষ্ক এখন নেই তা প্রমাণ করে দেখালেন তাঁরা।

মোদী-রাজ্যে এবার ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। একেবারে পরিকল্পনামাফিক আম আদমি পার্টিকে জায়গা দিয়ে কংগ্রেসকে আইসিইউ-তে পাঠিয়ে দিল বিজেপি। কংগ্রেস শত চেষ্টা করেও বিজেপির সেই স্ট্র্যাটেজিকে রুখতে পারল না। আম আদমি পার্টিকে গুজরাতে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসকে ছত্রখান করে ছাড়ল বিজেপি। কংগ্রেস এবার ডোর টু ডোর প্রচার চালিয়েও বিজেপির ব্রহ্মাস্ত্রকে রুখতে পারল না। আম আদমি পার্টি একইভাবে হিমাচলেও প্রবেশ করেছিল। কিন্তু হিমাচলে তাঁদের ভিত ছিল খুব নড়বড়ে। আম আদমি পার্টি এবার সবথেকে বেশি জোর দেয় গুজরাতেই। কংগ্রেস নয়, তাঁরাই যে এবার গুজরাতে বিজেপির চ্যালেঞ্জার তা প্রচার শুরু করে। আসলে এসবই হয়েছে বিজেপির পরিকল্পনামাফিক। বিজেপিই চেয়েছে আম আদমি পার্টিই যে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তা প্রচারে সামনে আনা হোক। আর বিজেপিও আম আদমি পার্টিকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছে।

এর ফলে কংগ্রেস প্রচারের আলো থেকেও সরে গিয়েছে। আম আদমি পার্টিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক ভাঙিয়েছে। আর কংগ্রেসি বিধায়কদের ভাঙিয়ে আনার কাজ তো সন্তর্পণে ৫ বছর ধরেই চালিয়ে গিয়েছে বিজেপি। ভোটের আগেও বিধায়কদের দলবদল করিয়ে কংগ্রেসের কোমর ভেঙে দিয়েছে। গোয়ার পর গুজরাতের নির্বাচনেও অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টরকে ধুলোয় মিশিয়ে আম আদমি পার্টির কাঁধে ভর দিয়ে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করল বিজেপি। গোয়ায় এবার শুধু আম আদমি পার্টিকে দিয়ে কাজ হয়নি, সেখানে তৃণমূলকেও কাজে লাগে বিজেপির। অন্তত কংগ্রেসের তেমনই অভিযোগ। অভিযোগ, কংগ্রেসকে ভাঙতে গোয়ায় তৃণমূলকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কংগ্রেস সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও কোনও ফায়দা তুলতে পারেনি। বিজেপির কাছে হেরে গিয়েছে। এভাবে ২০২৪-এর আগে অন্য রাজ্যেও আম আদমি পার্টি ও তৃণমূল বিস্তারলাভ করে কংগ্রেসকে অসুবিধায় ফেলে দিচ্ছে আর সেই সুবিধা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি।

শুধু মোদী-রাজ্যে নয়, বহু রাজ্যেই কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাচ্ছে আম আদমি পার্টি ও তৃণমূল কংগ্রেস। আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে রাজ্যে বিজেপিকেই সুবিধা করে দিচ্ছে। আম আদমি পার্টির মতোই উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে শাখা বিস্তার করছে তৃণমূল। সামনেই ত্রিপুরার ভোট, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস একই কাজ করে চলেছে। নিজেদেরকে বিজেপির প্রধান চ্যালেঞ্জার বলে তুলে ধরে কংগ্রেসকে ছোটো করে দেখাচ্ছে তৃণমূল। আবার মেঘালয়েও সেই কাজ করে চলেছে তৃণমূল।

এর পর দুয়ের পাতায়

ভোটের রায়

হিমাচল প্রদেশ
মোট আসন-৬৮
ম্যাজিক ফিগার-৩৫
কংগ্রেস-৪২
বিজেপি-২৫
আপ-০০
অন্যান্য-০৩

গুজরাট
মোট আসন-২৫০
ম্যাজিক ফিগার-১২৬
বিজেপি-১৫৬
কংগ্রেস-১৭
আপ-০৫
অন্যান্য-০৪

দিল্লি পুর নির্বাচন
মোট আসন-২৫০
ম্যাজিক ফিগার-১২৬
বিজেপি-১০৪
কংগ্রেস-০৯
আপ-১৩৪
অন্যান্য-০৩

উপ নির্বাচন
লোকসভা কেন্দ্র-১
জয়ী সপা
বিধানসভা কেন্দ্র-৬
বিজেপি-০২
কংগ্রেস-০২
আরএলডি-০১
বিজেডি-০১

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে
‘দুয়ারে সরকার’
আপনাদের পরিষেবা প্রদানের সুবিধার্থে
৩০ নভেম্বরের পরিবর্তে
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত
বর্ধিত করা হয়েছে।

আপনাদের প্রয়োজন ও সমস্যা নিয়ে আসুন এবং দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদন করুন

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

@egiye_bangla

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

হিজাব আন্দোলনে প্রথম জয় ‘নীতি পুলিশি’ বন্ধ করল ইরান

বিশেষ প্রতিনিধি: আড়াই মাস ধরে লাগাতার হিজাব বিরোধী আন্দোলন। অবশেষে এই ইস্যুতে পিছু হটল ইরানের সরকার। হিজাব নিয়ে ‘নীতি পুলিশি’ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল তেহেরান। রবিবার ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ জাফর মন্তাজেরি বলেন, ‘‘নীতি পুলিশির সঙ্গে বিচার বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই কারণেই এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’’ প্রসঙ্গত, ২০০৬ থেকে ইরানি চালু ছিল এই ‘নীতি পুলিশি’ ব্যবস্থা। তৎকালীন কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আহমদিনেজাদের নির্দেশে চালু হয় এই ব্যবস্থা। ইরানি ভাষায় এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘গস্তে-ই-এরশাদ’। এর জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল। যাঁদের কাজ ছিল মহিলাদের উপর নজরদারি করা। হিজাব ছাড়া কোনও মহিলা রাস্তায় বের হলেই, তাঁদের উপর নেমে আসত ‘নীতি পুলিশি’-র খ

াঁড়া। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ২২ বছরের মাশা আমিনির ক্ষেত্রে।

১৯৭৯-র বিপ্লবের চার বছর পর ইরানে মহিলাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ওই বছরই মার্কিন মদতপুষ্ট রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে ইরানে ক্ষমতায় চলে আসে কট্টরপন্থীরা। হিজাব বাধ্যতামূলক করার পর ‘নীতি পুলিশি’ চালু করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আহমদিনেজাদ। এই ইস্যুতে তাঁর যুক্তি ছিল, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ‘নীতি পুলিশি’ খ ুবই প্রয়োজন। তবে ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার নামে বহুবার অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে ‘নীতি পুলিশি’-র অফিসারদের বিরুদ্ধে। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে কোনও মেয়ে হিজাব না পরে রাস্তা বের হলে, তাঁকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এই বাহিনীকে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তেমনই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ইরানের পরিস্থিতি। ওই দিন হিজাব ঠিক মতো না পরার অভিযোগে ‘নীতি পুলিশি’-র শিকার হন ২২ বছরের মাশা আমিনি। অভিযোগ, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে ইরানি পুলিশ। সেখানেই গত ১৬ সেপ্টেম্বর মাশার মৃত্যু হলে ইরানে হিজাব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

মাশার মৃত্যুতে শুরু হওয়া আন্দোলন বন্ধ করতে দমন নীতি নিতে দেখা গিয়েছে ইরান সরকারকে। ইরানি গার্ডের বিরুদ্ধে উঠেছে নির্বিচারে গুলি চালানোর অভিযোগ। ইরানের মানবাধিকার কমিশনের দাবি, এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলনে ৪৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই আবহে এবার নতুন করে হিজাব আইন নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করেছে তেহেরান। ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক হিজাব পরার ক্ষেত্রে বড়সড় বদল আনা হতে পারে বলে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

‘ব্যাপক প্রতারণা’, এবার সংবিধান বাতিলের ডাক ট্রাম্পের

বিশেষ প্রতিনিধি: সোশাল মিডিয়ায় ফের বিস্ফোরক প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২০-র নির্বাচনে ‘ব্যাপক প্রতারণা’ হয়েছে বলে উল্লেখ করে সংবিধান বাতিলের ডাক দিয়েছেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লিখেছেন, ‘‘এই ধরনের ব্যাপক প্রতারণা হলে আইনের সমস্ত ধারা বাতিলের সুযোগ রয়েছে। সেগুলি সংবিধানের মধ্যে থাকলেও তা বাতিল করা যাবে।’’ প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই আমেরিকায় শেষ হয় মধ্যবর্তী নির্বাচন। সেখানে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ ‘হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ’-এ বিপুল আসন জিতেছে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি। অন্যদিকে কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সেনেটের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দল ডেমোক্র্যাটদের হাতেই। মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারের সময় থেকেই ২০২৪-র ভোটে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভোট শেষ হতে না হতেই সংবিধান বাতিল সংক্রান্ত তাঁর এই পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে দাবি করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন পোস্টের পরই শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক তরজা। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য লিজ চেনে টুইটারে লেখেন, ‘‘ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বাস করেন সমস্ত

আইন-কানুন ও সংবিধানের ধারা বাতিল করে দেওয়া যায়। কোনও সৎ ব্যক্তি এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে ট্রাম্প সংবিধানের শত্রু।’’ এই ইস্যুতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে হোয়াইট হাউসও। সেখানে বলা হয়েছে, ‘‘মার্কিন সংবিধান গোটা জাতির আত্মা হিসেবে পরিচিত। কোনওভাবেই সংবিধানকে নিশানা করা যায় না। সকলের এই ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা উচিত।’’

২০২০-র মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে হেরে যান রিপাবলিকান দলের ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেবার ইলেকট্রোরাল কলেজে বাইডেন পেয়েছিলেন ৩০৬টি ভোট। অন্যদিকে ২৩২ ভোট পেয়েছিলেন ট্রাম্প। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই নির্বাচনে প্রতারণা হয়েছে বলে লাগাতার দাবি করতে থাকেন ট্রাম্প। শুধু তাই নয়, ভোটের ফল প্রকাশের পর ক্যাপিটল হিলে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় প্রেসিডেন্ট প্যালেস ছাড়তে চাননি ট্রাম্প। ক্যাপিটল হিল হিংসার জন্য ট্রাম্পকেই দায়ী করেছেন বাইডেন প্রশাসন। চলতি বছরে এই নিয়ে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বেশ কয়েকটি আইনি নোটিসও দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ২০২৪-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও ফ্যাশন ডিজাইনার কানিয়ে ওয়েস্ট। টুইটারে এই কথা জানিয়ে পোস্টও করেছেন তিনি। পাশাপাশি এটাও জানিয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পকেই চাইছেন তিনি। তবে এই নিয়ে রিপাবলিকান দলের তরফে কিছু বলা হয়নি।

২০-এর থেকে বেশি করোনা প্রকোপ চিনে

বেজিং: করোনা সংক্রমণ বিপুল আকার ধারণ করল চিনে। ২০২০ সালের পরে করোনাকালের সবচেয়ে বড় সংক্রমণ বলে এটিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। চিনের সরকারি তথ্যে এই চিত্র দেখা গিয়েছে। চিনের প্রশাসন করোনা সংক্রমণ রুখতে একেবারে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে,

বেজিং-সাংহাই বন্ধ, লকডাউন ঝেংঝৌয়ে

তবুও এই পরিস্থিতি কেন হল তা খ তিয়ে দেখবে চিনা প্রশাসন।

চিনের বিপুল জনসংখ্যার বিচারে যে সংক্রমণের পরিমাণ অনেকটাই কম। ইউরোপের সংক্রমণের তুলনাতেও অনেকটাই কম। তবু এই সংক্রমণ অনেকটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে। চিনের একটি প্রদেশে রয়েছে আই-ফোন কারখানা, আর সেই কারখানাতেই একটি বিশাল বিক্ষোভ আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনের পরেই এই সংক্রমণ অত্যাধিক বেড়ে যাচ্ছে। চিনের প্রধান প্রধান শহরগুলি কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। বেজিংয়ের সমস্ত মল ও পার্ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। একটি শহর কার্যত ভুতুড়ে শহরে পরিণত হয়েছে, কারণ সেখানে লোকজন কার্যত বার হচ্ছেন না বাড়ি থেকে। সাংহাই শহরে মোট ২৫ মিলিয়ন মানুষ ঘরবন্দি হয়েছিলেন এই বছরের শুরুর দিকেই। সেই শহরেই একাধিক মেলা বাতিল হয়েছে। লকডাউন রয়েছে ঝেনঝৌ প্রদেশে। সেখানে আইফোন কারখ ানায় একটি প্রতিবাদ-আন্দোলন হয়েছিল, সেই কারণেই বিপুল সংখ্য ায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে সংক্রমণ।

রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। তারই মধ্যে আলো জ্বালিয়ে আহত সেনার চিকিৎসা।

৭৭ বছর পর ফের পরমাণু হামলা?

চিন-রাশিয়ার বোমারু বিমানের ‘চোখরাঙানি’তে কাঁপছে জাপান

বিশেষ প্রতিনিধি: গ্রুপ লিগের খেলায় দু’টো জয়, একটা হার। মাঠের যুদ্ধে জয় এসেছে স্পেন ও জার্মানির মতো দু-দু’টি বিশ্বকাপ জয়ী দেশের বিরুদ্ধে। তার পরও উৎসবে মাততে পারছেন না আম জাপানিরা। উলটে পরমাণু হামলার আতঙ্কে কাঁপছে দক্ষিণ চিন সাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্র। ১৯৪৫-র মতো এবার আর আমেরিকা নয়। টোকিওর দাবি, একযোগে পরমাণু হামলা চালাতে পারে চিন ও রাশিয়া। দু’দিন আগেই জাপানের আকাশ সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে চিন ও রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে। তার পর থেকেই দু’চোখের পাতা এক করতে পারছেন না জাপানিরা। পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, এই প্রথম ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় একসঙ্গে বোমারু বিমান ওড়াল এই দুই দেশ। যা আসন্ন যুদ্ধের ‘অশনি সংকেত’ বলেই দাবি করেছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

জাপান প্রশাসন সূত্রে খবর, স্পেনের সঙ্গে ম্যাচের ঠিক আগে আগে তাঁদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে রাশিয়ার টিইউ-৯৫ বোমারু বিমান। ঠিক তার পিছনে পিছনেই ছিল চিনের এইচ ৬-কে নিউক্লিয়ার স্ট্র্যাটেজিক বম্বার। দু’টি বোমারু বিমানকেই এসকর্ট করছিল বেশ কয়েকটি ফাইটার জেটও। বিষয়টি নজরে আসতেই হাই অ্যালার্ট জারি করা করে জাপান প্রশাসন। কিন্তু ততক্ষণে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে পরমাণু হামলার আতঙ্ক। অন্যদিকে আক্রমণ ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানকে প্রস্তুত রেখেছে জাপান।

পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, শুধু জাপান নয়, দক্ষিণ কোরিয়ার আকাশসীমাও লঙ্ঘন করে রাশিয়া ও চিনের বোমারু বিমান। পরে ওই বম্বারগুলিকে ‘ক্রস ল্যান্ডিং’ করানো হয়। অর্থাৎ রাশিয়ার বোমারু বিমানটি অবতরণ করে চিনের সেনা ঘাঁটিতে। একইভাবে চিনের বিমানটিকে নামানো হয় রাশিয়ায়। ওই সংবাদমাধ্যমগুলির আরও দাবি, ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর আগে জাপান আক্রমণের পরিকল্পনা করেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। এতে কাজে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় চিন।

বিবিধ

অ্যান্টার্কটিকার প্রত্যন্ত দ্বীপের ডাকঘর চাপা পড়ল তীব্র তুষারপাতে

উদ্ধার চার মহিলা কর্মী

লন্ডন: ক্লেয়ার ব্যালান্টাইন, মেইরি হিল্টন, নাতালি করবেট, লুসি ব্রুজোন-অগণিত, রেকর্ড সংখ্যক আবেদনকারীর মধ্যে এই চার মহিলাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বিশ্বের দুর্গম এবং অন্যতম প্রত্যন্ত অংশে দুরূহ কাজের জন্য। সে প্রান্ত হল দক্ষিণ মেরুর গোদিয়ের দ্বীপের পোর্ট লকরয়। এখানেই আছে পৃথিবীর প্রত্যন্ততম ডাকঘর। গত অক্টোবরে এই ডাকঘরেই চাকরি করতে পৌঁছন ওই চার মহিলা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই ডাকঘরের কর্মীরা আসন্ন অস্ট্রাল সামারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে এই গ্রীষ্মকালীন মরশুম থাকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ডাকঘরে ওই চার মহিলা ছাড়াও ছিলেন আরও তিন কর্মী। প্রসঙ্গত ওই তিনকর্মীর কিছু দিনের মধ্যেই ডাকঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই শুরু হয় তীব্র তুষারপাত। ৬ থেকে ১২ ফুট বরফে

চাপা পড়ে ডাকঘর। প্লাইমাউথে থাকা রয়্যাল নেভির এইচএমএস প্রোটেক্টর কয়েক টন বরফ সরায়। ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির এই জাহাজের কাজই দক্ষিণ মেরু ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে ভারী তুষারপাতের পর বরফ সরানো।

ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন কাঠের তৈরি ডাকঘরের কাঠামো অটুট রেখে বরফ সাফাই অত্যন্ত কঠিন ছিল। নৌবাহিনীর তুষার টহলদারি জাহাজ চিরশীতল অ্যান্টার্কটিকায় তাদের কাজ বহাল রাখে। কারণ এখ ানে ইংল্যান্ড-সহ নানা দেশের গবেষণাগার ও পরীক্ষাগার আছে। সেখানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও রসদ পৌঁছে দেয় এই আইস প্যাট্রোলিং শিপ। ওই ডাকঘরের কর্মীরা এখন আবার ফিরে যেতে পারবেন কর্মস্থলে।

প্রসঙ্গত পোর্ট লকরয় আগে ছিল তিমিশিকারের কেন্দ্র। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি পরিণত হয়েছে জনপ্রিয় পর্যটনস্থলে। গ্রীষ্মে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার মানুষের পা পড়ে এখানে। এই প্রতিকূল পরিবেশে ডাকঘরে কাজ করা সহজ নয়। কিন্তু সেই অসাধ্যসাধন করে দেখিয়েছেন ওই চার জন। ট্যাপ ওয়াটার খুললেই জল, বাথরুমে ফ্লাশ করার ব্যবস্থা, ওয়াইফাই পরিষেবা-সবই অতীত তাঁদের জীবনে। এমনকি, ওখানে থাকার প্রতি মেয়াদে প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন সপ্তাহে মাত্র একবার, মাত্র ১০ মিনিটের জন্য।

তৃণমূলের ‘ঘুম’ কাড়ল আইমা

প্রথম পাতার পর

আসলে এনআরসির নামে সাধারণ মানুষের সম্পদকে হস্তগত করার কৌশল করছে সরকার বলে গুরুতর অভিযোগ করেন আইমার কর্ণধার। এরই পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইমা সুপ্রিমো। কিছুদিন আগেই পাঁশকুড়া থানা চত্বরে মজুত রাখা বাজিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। থানার সামনে মজুত করা বাজিতে কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রুহুল সাহেব। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। শাসকদল তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, যেভাবে বিস্ফোরণের ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অবিলম্বে এই বিষয়ের সঠিক তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে বলেও দাবি জানান তিনি। এদিনের প্রস্তুতি সভায় আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, পাঁশকুড়া ব্লক আইমার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মৃণালকান্তি পোড়িয়া, জেলা সদস্য সেখ মান্নফ হোসেন ও জয়নাল আবেদিন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। যুব আইমার সকল সদস্যও উপস্থিত ছিলেন বিশেষ এই কর্মসূচিতে।

অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে আপ-তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

আম আদমি পার্টি বা তৃণমূল সুবিধা করে দিলেও কোথাও অবশ্য খর্ব হয় না বিজেপির কৃতিত্ব। কেননা কোথায় কাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে সেই রাজনীতি তাঁরা করে দেখিয়ে দিয়েছে। এই ট্যাকটিস কাজে লাগানো মুখের কথা নয়। গুজরাতে আম আদমি পার্টি দিয়ে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসালো, উল্টোটাও তো হতে পারত, বিজেপির ভোটব্যাঙ্ককে ভেঙে কংগ্রেসকেও সুবিধা দিতে পারত। কিন্তু কংগ্রেস সেই খেলা খেলতে পারেনি, যেটা বিজেপি হেলায় করে দেখিয়েছে।

একই কাজ গেরুয়া শিবির বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও করেছে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম বা মিমকে দিয়ে বিরোধীদের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়ে ফায়দা লুটে নিয়েছে বিজেপি। কোথায় কাকে কাজে লাগিয়ে জাতিগত ভোট বিভাজন করে ফায়দা লোটা যায়, সেই অঙ্ক কষাটাও জরুরি রাজনীতিতে। রাজনীতিতে চাণক্যকে কৌটিল্যের পরিচয়ও দিতে হয়েছিল। কে কত রাজনৈতিক অঙ্ক ভালো কষতে পারে, তার উপর নির্ভর করে ফলাফল। কোনও সন্দেহ নেই সেই কাজে বিজেপি শতযোজন এগিয়ে কংগ্রেসের থেকে। আর তার ফল তাই হাতেনাতে পেয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

ভোলা জাতি

প্রথম পাতার পর

অনেকেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কথা ভুলে গিয়ে কীভাবে মুসলমানদের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে যায় সে জাতির কাছে গোলামী করা ছাড়া আর কোনও পথ খে ালা থাকে না। সমগ্র বিশ্ব শাসন করা মুসলিম সম্প্রদায় আজ নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস ভুলে গিয়ে অন্য জাতির গোলামে পরিণত হচ্ছে বলেও আক্ষেপ করেন তিনি। তবে এর থেকে উত্তরণের পথও বাতলে দেন আইমা সুপ্রিমো। তিনি জানান, নিজেদের ইতিহাস যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনই ভিক্ষা নয়, আন্দোলনের মাধ্যমেই ছিনিয়ে নিতে হবে অধিকার। কারণ, কেউ কোনওদিন কাউকে অধিকার দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। আর এই অধিকার আদায়ের জন্য চায় যোগ্য নেতৃত্ব। কারণ, নেতৃত্বহীন জাতি বেশিদূর এগোতে পারে না। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের আজ সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন তা হল যোগ্য নেতৃত্ব। যাঁরা নির্ভয়ে এবং নিঃস্বার্থভাবে এই সম্প্রদায়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মত আইমার কর্ণধারের।

বাংলায় ফিরছে ভাঙনের রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

আর তারপর শুভেন্দু অধিকারীর ডিসেম্বর ধামাকার বিষয়টি তো আছেনই। তার ফলে ডিসেম্বরে তৃণমূল সরকার পড়ে যাওয়ার একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীকে বারবার বলতে শোনা গিয়েছে ডিসেম্বরেই ধামাকা হবে, ২০২৪-এ যদি লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হয় বাংলায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন, সরকার ফেলে দেবো, তা একবারও আমরা বলিনি। তবে ডিসেম্বরে যা ঘটবে, তারপর তৃণমূল সরকার চালাতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে যায়!। এরপর ছোটো-বড়ো সমস্ত বিজেপি নেতাদেরই মুখে শোনা যায় ডিসেম্বর ধামাকার কথা।

এই পরিস্থিতিতে পাল্টা হুঙ্কার ছাড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির ডিসেম্বর ত্রাসকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কাঁথির সভা থেকে পাঁচ সেকেন্ডের জন্য দরজা খোলার বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই বলেন, আমি দরজা খুললে বিজেপির পুরো দলটাই শেষ হয়ে যাবে। শুধু আমাদের নেতা-কর্মীরা চাইছেন না বলে আমরা দরজা বন্ধ করে রেখেছি। কিন্তু এখ ন একবার খুলে দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। তাঁর এই কথায় ফের ভাঙন জল্পনা উঁকি দিয়েছে বিজেপিতে। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ডিসেম্বরে ছোট্ট করে দরজাটা খুলতে চান ৫ সেকেন্ডের জন্য। তারপর মঙ্গলবার সংহতি দিবসে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন। তিনি সাফ করে দিয়েছেন, এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসার জন্য কারা লাইনে রয়েছেন? তৃণমূল মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিজেপির একাধিক সাংসদ, বিধায়ক ও পদাধিকারী পদ্ম-পতাকা ছেড়ে জোড়া ফুলের পতাকা ধরতে মুখিয়ে রয়েছেন।

শুধু তাই নয়, কুণাল ঘোষ জানিয়ে দিয়েছেন, অভিষেকের কাছে একের পর এক আবেদন আসছে। একাধিক বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক, এমনকী পদাধিকারী নেতারাও তৃণমূলে আসার জন্য চিঠি দিয়েছেন অভিষেককে। অনেকে যেমন চিঠি লিখেছেন, অনেকে আবার হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসটাইম কলও করেছেন। আর এঁরা কিন্তু কেউ দলবদলু নেতা নন। এঁদের ৯৯.৯৯ শতাংশ বিজেপি।

অভিষেকের পর কুণালের মুখে এতটা প্রত্যয় দেখে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জল্পনা। রাজ্য রাজনীতিতে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। তবে তৃণমূলকে পাল্টা দিতে ছাড়েননি বঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এসব শুধু চাপ কাটানোর স্ট্র্যাটেজি।

শুভেন্দুর ডিসেম্বর ভবিষদ্বাণী সত্যি হলে আর দরজা খুলতে হবে না তৃণমূলকে। ওরা বরং দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকুক। আর দরজা শেষ পর্যন্ত কারা খোলে, সেটা দেখা যাবে পরে। আর এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, তৃণমূল নেতাদের দয়া করে রাতের বেলা ফোন করে বিরক্ত করতে মানা করুন।

হিমাচলে বিক্ষুব্ধরাই অন্তরায় বিজেপির!

‘মিথ’ ভাঙার স্বপ্ন ছারখার কংগ্রেসের জয়ে

বিশেষ প্রতিনিধি: হিমাচলে এবার ‘মিথ’ ভাঙার স্বপ্নে মশগুল ছিল বিজেপি। কিন্তু আবারও প্রথা মেনে কংগ্রেসই এল ক্ষমতায়। কংগ্রেসের জয়ে বিজেপির স্বপ্ন ভেঙে গেল। আর বিজেপির এই স্বপ্নভঙ্গে অন্তরায় হল বিক্ষুব্ধরাই। বিজেপির বিদ্রোহীরা অন্তত ১২ আসনে দলকে প্রত্যাঘাত করেছে। ফলে বিজেপিকে থমকে যেতে হয়েছে ম্যাজিক ফিগার থেকে অনেকটাই দূরে।

বিজেপি পার্বত্য রাজ্য হিমাচল প্রদেশে পর পর দুবার জয় হাসিল করতে ঘুঁটি সাজিয়েছিল। সেইমতো প্রচারেও জোর দিয়েছিল তারা। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গিয়েছিলেন প্রচারে। কিন্তু ফল হল না। স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। টানা দ্বিতীয়বার জয়ের কীর্তি গড়ার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়েও ৯টি আসন দূরে থেমে গেল বিজেপির জয়রথ। হিমাচলপ্রদেশে মোট ৬৮টি আসনের বিধানসভা। ফলে ম্যাজিক ফিগার দাঁড়িয়েছিল ৩৫। বিজেপি সাকুল্যে ২৬-এ পৌঁছতে পারছে। বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে কংগ্রেস পার্বত্য রাজ্যে ৩৫-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে ৩৯। ফলে মিথ বজায় রেখে হিমাচলে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে কংগ্রেস। আর বিজেপি হিমাচলে এই হারের জন্য আঙুল তুলেছে দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তথা বিদ্রোহী নেতাদের দিকে। তিনটি আসনে জিতেছে নির্দল, তারা বিজেপির বিদ্রোহী বলেই দাবি একাংশের। বিদ্রোহীদের কারণে অনেকগুলি আসনে কংগ্রেস জয় পেয়েছে বলেও মনে করছে বিজেপি।

বিজেপির বিশ্লেষণে উঠে এসেছে ১২টি কেন্দ্রে বিজেপির বিদ্রোহীরা ফ্যাক্টর হয়েছে। সেই কারণে ৯টি কেন্দ্রে বিজেপিতে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়তে হয়েছে। বিলাসপুর, ভাটিয়া, ধরমপুর, ইন্দোরা, ঝাণ্ডুতা, রামপুর, শিলাই, শ্রী রেণুকাজি এবং সুজনপুর। বিলাসপুর, ভাটিয়া, ধরমপুরে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। সাপ-লুডো খে লার মতো উত্থানপতন হয়েছে এখানে। একই ছবি দেখা গিয়েছে ইন্দোরা, ঝাণ্ডুতা, রামপুর, শিলাই, শ্রী রেণুকাজি, সুজনপুরেও। শেষোক্ত কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসের পাল্লা ভারী ছিল। প্রথম তিনটিতে পাল্লাভারী ছিল বিজেপির।

বিজেপির বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়েছিলেন খোদ নরেন্দ্র মোদী। তারপরও বিদ্রোহীরা সরে আসেননি তাঁদের অবস্থান থেকে। ফলে বিজেপিকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল্য চোকাতে হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বেশ কিছু বিদ্রোহী সরে এলেও, অনেককেই মানানো যায়নি। তাই বিজেপির তীরে এসে তরী ডুবল বলে মনে করছে নেতৃত্বও। এবার বিজেপি হিমাচলে টিকিট দেয়নি ১১ জন বিধায়ককে। তাঁদের অনেকেই টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই নির্দলের তিনজন জয়ী হয়েছে, অনেকেই দাঁড়িয়ে বিজেপির অসুবিধা করে দিয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদ পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: একদিকে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, তারই সঙ্গে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের পতন— সবমিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা আমজনতার। অথচ এসব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনও হেলদোল নেই। সামান্য বিবৃতি দেওয়ার বাইরে তাদের আর কোনও কৃতিত্বই নেই। মাঠে নেমে প্রতিবাদ আন্দোলন করার কথা যাদের, তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। অথচ টিভি শোতে মুখ দেখিয়ে মৌখিক বিবৃতি দিতেই তারা ব্যস্ত।

কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি নিয়ে নিয়মিত পথে নেমে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় যাঁদের, তাঁরা হলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিক। সম্প্রতি পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের সদস্যরা

পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রূপদয়পুর গ্রামের বাংলা মোড় থেকে চাঁপাডালি এতিমখানা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হলেন। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং পাঁশকুড়া পৌর এলাকায় নানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদসভা বলে জানা গিয়েছে।

পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিট দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদ করছে। এর আগেও বহুবার তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। আইমার এই ইউনিটের প্রতিবাদের ফলে প্রশাসন বাধ্য হয়েছে অনেক একাধিক বিষয়ের সমাধান করতে। এদিনের এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে আওয়াজ ওঠে, অবিলম্বে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। কমাতে হবে রান্নার গ্যাসের দামও। সেই সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী-আমলা সহ নেতাদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব সহ ওই ইউনিটের সদস্যরা।

বনভোজনের মধ্যেই তিনটি ভিন্ন কর্মসূচি আইমার, যুবদের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবার নানামুখী কর্মসূচির আয়োজন করা হল সম্প্রতি। আলোচনা সভার পাশাপাশি বনভোজনের অনুষ্ঠানে মিলিত হলেন সদস্যরা। উপভোগ করলেন বনভোজনের আনন্দ।

আসলে একটানা কর্মসূচির একঘেয়েমি কাটাতে ভ্রমণ আর বনভোজনের মতো কোনও ভালো টোটকা আর হয় না। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নিজেও যেমন ঘুরতে ভালোবাসেন তেমন ভ্রমণে উৎসাহিত করেন সবাইকে। কিছুদিন আগেই আইমার সদস্যরা মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারী থেকে ঘুরে এলেন। সেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্যদের নিয়ে আলোচনাসভার পাশাপাশি ব্যবস্থা ছিল ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর। আর খাওয়াদাওয়া তো ছিলই।

তবে সম্প্রতি যে কর্মসূচি গ্রহণ করলেন আইমার সদস্যরা, তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অনুষ্ঠিত হল মহিষাদল এবং সুতাহাটা ব্লক (টোটো) আইমা এবং সংগঠনের মিডিয়া সেলের সদস্যদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা। এরই পাশাপাশি এদিন প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয় মহিষাদল ও সুতাহাটা ব্লক (টোটো) আইমার পক্ষ থেকে। মিডিয়া সেলের সদস্যদের নিয়ে এই প্রীতিভোজটি অনুষ্ঠিত হয় মহিষাদল রাজবাড়ির আমবাগানে। মিডিয়া সেলের প্রায় শতাধিক একনিষ্ঠ সদস্য যোগদান করেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এছাড়াও সংগঠনের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেবকে। আইমার মিডিয়া সেলের সদস্যদের ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। ব্লকের সমস্ত যুব সদস্য তথা মিডিয়ার যুবকদের প্রতি বিশেষ বার্তা দেন মাজেদ সাহেব। তিনি জানান, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের খুব বেশি দেরি নেই। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান অনেক আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা লড়াই করবেন। ফলে এখন বসে থাকার সময় নয়। গ্রামে গ্রামে, ব্লকে ব্লকে, অঞ্চলে অঞ্চলে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেইসঙ্গে মানুষের কাছে আইমার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে হবে, প্রচার করতে হবে ভাইজানের নীতি ও আদর্শের কথা।

আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক মাজেদ সাহেবের কথা শুনে আপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত আইমা-সৈনিকরা। তাঁরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ী করার শপথ গ্রহণ করেন।

এদিকে এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় সুতাহাটা ব্লক আইমার (টোটো) পক্ষ থেকে। সমাজের বুকে আইমার আদর্শকে প্রচার করার জন্য বিশেষ সচেতনতা শিবিরের ওপর জোর দেওয়া হয়। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করা হয় সাধারণ মানুষের প্রতি। এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ ও তাঁর টিমের সহায়তায়।

অন্যদিকে মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে জেলা এবং ব্লকের নেতৃত্বদের নিয়ে একটি কর্মসূচি পালন করা হয়। আগামীদিনে আইমার বিশেষ বিশেষ কর্মসূচিকে মাথায় রেখে সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছানো যায়, কীভাবে তাঁদের জন্য কাজ করা যায়, সেসব কথা উঠে আসে আলোচনার মধ্যে থেকে। সেইসঙ্গে বিপথে যাওয়া যুব সম্প্রদায়কে কীভাবে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম থেকে বিরত করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের সভাপতি শ্রীমন্ত দাস অধিকারী এবং ওই ব্লকের সম্পাদক আবুল মুজিদের নেতৃত্বে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন আইমার সৈনিকরা। আলাদা আলাদা এই তিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ ছাড়াও ছিলেন সংগঠনের যুব নেতা মহ. হোসেন, সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান, সেখ আবদুল রফিক (রকি), সেখ সাইফুদ্দিন-সহ টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের পদাধিকারী ও সদস্যরা।

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির পাশে আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুদিন আগেই পথদুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক ব্যক্তি। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন তিনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য ছিলেন তিনি।

ফলে অসহায় হয়ে পড়েছে তাঁর পরিবার। এবার ওই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গোকুলনগর আইমা ইউনিটের কর্মীরা। সংগঠনের এই ইউনিটের পক্ষ থেকে অসহায় পরিবারটির হাতে দৈনন্দিন খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। আবার একবার আইমার মানবিক মুখ দেখল গোকুলনগরবাসী।

আইমার লোগো লাগনো শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য দেওয়া হল কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গেঁওখালি আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে ওই ইউনিটের অন্তর্গত নাটশাল-১ নম্বর অঞ্চল যুব আইমা ইউনিটের সদস্যদের হাতে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের দেওয়ার জন্য কম্বল ও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল সম্প্রতি। এই শীতবস্ত্রগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে, বিশেষভাবে আইমার লোগো দিয়ে তৈরি এগুলো। সাধারণত শীতকাল আসলে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে অসহায় গরিব মানুষদের জন্য কম্বল বা সোয়েটার বিতরণ করা হয়। প্রবল শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে আইমার দেওয়া এই শীতবস্ত্রগুলো উপকারে লাগে ওইসব দুঃস্থ মানুষদের। রেলওয়ে স্টেশনে থাকা ভবঘুরে থেকে শুরু করে ফুটপাথে রাত কাটানো নিঃসঙ্গ মানুষগুলো আইমার দেওয়া এই কম্বল এবং সোয়েটার গায়ে জড়িয়ে শীতের কম্পন থেকে রক্ষা পান। ফলে বছরের এই সময়টাতে তাঁরা চেয়ে থাকেন আইমার প্রতি। কারণ, তাঁরা জানেন, আইমার সৈনিকরা ঠিকই এসে তাঁদের ঠান্ডা নিবারণের ব্যবস্থা করবেন। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি তাঁদের একটা ভরসার জায়গা তৈরি হয়েছে। আর সেই ভরসাকে পাথেয় করে আইমাও এগিয়ে চলেছে তরতর করে।

এদিকে সংগঠনের যুব সদস্যদের কাছে দুঃস্থ মানুষদের হাতে কম্বল ও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার যে গুরুভার অর্পিত হয়েছে তাতে অত্যন্ত খুশি তাঁরা। পাশাপাশি তাঁদের ওপর আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সংগঠনের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব। বুথস্তরে আইমার কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। কারণ সংগঠনের ভিত মজবুত হয় এই বুথস্তর থেকেই। ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখেই কর্মীদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মর্মে বুথ নেতৃত্ব সেখ মুসলেমের হাতে তুলে দেওয়া হয় আইমার সদস্যপদ গ্রহণের ফর্ম।

হুজুর কেবলাকে দেখতে দরবারে ইব্রাহিম সিদ্দিকী হুজুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনী সাহেব কয়েকদিন ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাঁকে দেখতে দরবার শরিফে হাজির হলেন ফুরফুরা দরবার শরিফের পির আল্লামা মহম্মদ ইব্রাহিম সিদ্দিকী আল কোরাইসি হুজুর কেবলা। আইমা সদর দফতরে এসে সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গেও একপ্রস্থ আলোচনা সেরে নেন তিনি। আইমার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করার পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে পরামর্শ দেন তিনি। দোয়াও করেন আইমার জন্য।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের অন্তর্গত চককাশমালী আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া এক রোগীকে আর্থিক সহায়তা করা হল। পাশাপাশি ওই ব্যক্তিকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেন আইমার কর্মীরা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হিজলি মাজার শরিফের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফুটপাতে শুয়ে থাকা গৃহহীন দুঃস্থ মানুষদের জন্য কম্বল ও শুকনো খাবার বিতরণ করলেন হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের কর্মকর্তারা।

সিদ্ধা-১ অঞ্চলের দক্ষিণপাড়া বুথে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অঞ্চলের মা-বোন ও যুবকদের নিয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

ময়না ব্লক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে যুবকদের আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের যুব সমাজের ওপর নির্ভর করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুবকরা চাইলে অনেক কিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। হতে পারে তা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তাই যুব সমাজকে সমঝে চলে রাজনৈতিক দলগুলো। ভয় করে তাঁদের। কিন্তু যুব সমাজের আইকন তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান অত্যন্ত পছন্দ করেন যুব সমাজকে। তাই তিনি বার বার যুবকদের এগিয়ে এসে সমাজের হাল ধরার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই সত্যকে মাথায় রেখে এবার ময়না ব্লক আইমার উদ্যোগে ব্লকের সমস্ত ইউনিটের যুব সদস্যদের নিয়ে একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ৩ ডিসেম্বর শনিবার বিকাল তিনটে নাগাদ তিলখেজা আইমা অফিসে ময়না ব্লকের সমস্ত ইউনিটের সম্পাদক, সভাপতি এবং ব্লক সদস্যদের নিয়ে যুবকদের মধ্যে আইমার ফর্ম বিলি করা হয়।

তরুণ মানে মনের বল, তরুণ মানে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। তরুণ মানে আলোর রেখা। তরুণ তুর্কিদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তাই তরুণদের গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ময়না ব্লকও ব্যতিক্রম নয়। ফলে তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আইমার এই ব্লকের অধীন সমস্ত ইউনিটের বেশ কিছু যুবককে বিলি করা হল আইমার ফর্ম। প্রায় ৩০০টি ফর্ম এদিন তুলে দেওয়া যুব প্রতিনিধিদের হাতে। একইসঙ্গে সঙ্গে যুবকদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা ও ব্লক কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হয় এদিন। এই সভায় উপস্থিত সদস্যরা নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। তাঁরা জানান, আইমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতিটি এলাকায় ছোট ছোট পকেট মিটিং করতে হবে। কারণ এইসব ছোট ছোট পকেট মিটিং-এর মধ্যে দিয়েই সংগঠনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। পৌঁছানো যাবে মানুষের কাছে। এমনকী ঘরোয়া মিটিং-এর মধ্যে দিয়েই তরুণদের আরও কাছাকাছি যাওয়া যাবে। তাঁরা আকৃষ্ট হবেন আইমার প্রতি। একইসঙ্গে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিও মান্যতা পায় এদিনের অনুষ্ঠিত কর্মসূচি থেকে।

এদিকে ময়না ব্লক আইমার পক্ষ থেকে যুবকদের নিয়ে একটি বৃহত্তর কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে গত ৩ ডিসেম্বরের কর্মসূচি ঘিরে যুবকদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লক আইমার সম্পাদক সেখ সিরাজ ও সহ-সভাপতি মুস্তাকিম মল্লিক। এছাড়াও ছিলেন ময়না ব্লক আইমার কনভেনার সেখ শাহজাদা, জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা আইমার শিক্ষকনেতা সমাজসেবী সেখ সুলেমান আলি, গোকুলনগর আইমা ইউনিটের ওসিউর মল্লিক, বসন্তচক পশ্চিম আইমা ইউনিটের সেখ হাবলু, বসন্তচক পূর্ব আইমা ইউনিটে সেখ হেদায়েতুল্লাহ, শ্রীকণ্ঠ ইউনিটের হাফেজ রবিউল ইসলাম ও বাকিবিল্লাহ প্রমুখ।

নন্দকুমার ব্লক ও যুব আইমার উদ্যোগে প্রস্তুতিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আলোচনাসভা বা বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রস্তুতিসভা আসলেই সেই সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রেও বিষয়টির অন্যথা হয় না। তাছাড়া সংগঠনের কর্ণধার পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের কঠোর নির্দেশ আছে, নিয়মিত প্রস্তুতিসভার আয়োজন করে বড় কর্মসূচির দিকে এগোতে হবে। এমনকী নিজেদের ভুলত্রুটিগুলোও শুধরে নিতে হবে ছোট ছোট প্রস্তুতিসভার মধ্যে দিয়ে। একটা সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে এভাবেই নিয়মিত নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার পরিবেশ তৈরি করতে পারলে সংগঠন এগিয়ে যাবে বহুদূর, মনে করেন আইমা সুপ্রিমো। এবার তাঁর সেই কথাকে শিরোধার্য করে একটি প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায়। নন্দকুমার ব্লক ও যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ও ব্লকস্তরের একাধিক নেতৃত্ব এবং টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের সদস্য ও পদাধিকারীরা। সেখান থেকে উঠে আসে একাধিক বিষয়। বিশেষ করে সামনের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আইমার অ্যাজেন্ডা কী হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে এখন থেকেই জোর প্রস্তুতি নিতে হবে সংগঠনের সকল কর্মীকে, জানান নেতৃত্ব। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিনের সভা শেষ হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহেশপুর ও মুড়াকাটা আইমা ইউনিটের কর্মীদের সাথে আগামীদিনের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনায় মগ্ন ওই জেলার অবজার্ভার হাজি জামশেদ আলি।

হলদিয়া ব্লকের অন্তর্গত চকদ্বীপা অঞ্চলের ব্রজলালচক গ্রামে আইমা অফিসের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে। উপস্থিত আছেন আইমার যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ-সহ সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

গত ৫ ডিসেম্বর সোমবার কুমারপুর যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে বিশেষ কমিটি গঠন করা হল প্রায় ৭০ জন যুবককে নিয়ে। আইমার যুব সংগঠনের এটা নতুন সংযোজন।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত শিউড়ি আইমা ইউনিট পক্ষ থেকে এক অসহায় ব্যক্তির মেয়ের বিয়েতে আগত বরযাত্রীদের টিফিন ও পানীয়জল দিয়ে সহযোগিতা করা হল। একইসঙ্গে তাঁদের খাবার জন্য যতটা পরিমাণ মাংস লাগে তার ব্যবস্থাও করেছিলেন ওই ইউনিটের আইমা সৈনিকরা। আইমার এই মানবিকতায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অসহায় ওই ব্যক্তি।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৪ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ০৯ ডিসেম্বর ২০২২ ০ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ০ শুক্রবার

নজর এবার বিচারব্যবস্থায়

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় সম্প্রতি কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেছেন দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে। তাঁর মতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম সিস্টেমের থেকে 'জনগণের রায়' বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট সংসদ ভবনের কথাকে মান্য না করে মানুষের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করছে। অর্থাৎ জগদীপ ধনকড়ের মতে, কেন্দ্র সরকারের 'ঠিক করে দেওয়া লোকদের' নিয়োগ না করে দেশের শীর্ষ আদালত ঠিক কাজ করছে না। খুব ভালো কথা। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন ধর্ষকদের মালা পরিয়ে সসম্মানে জেলমুক্ত করার নিদান দেন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নেতারা, তখন সেখানে জনগণের দেওয়া রায় কতটা প্রতিফলিত হয়? নাকি জনগণও চায় তাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করুক?

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকার সময় বহুবার জগদীপ ধনকড় বিতর্কে জড়িয়ে নিজেকে হাসির খোরাক করে তুলেছেন। প্রাণপণে নিজেকে ভাঁড় প্রমাণ করতে গিয়ে আরও বেশি হাস্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। এবার কলেজিয়াম নিয়ে মুখ খুলে আর একবার নিজের অশিক্ষিত মানসিকতার পরিচয় দিলেন তিনি। অথবা আরএসএসের অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী এটা যে সূক্ষ্মভাবে মনুবাদের প্রচার নয়, তাই বা কে বলতে পারে! আইনের একজন ছাত্র হয়ে ধনকড় আইন বুঝবেন না, এটা হতে পারে না।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরপরই বিজেপি বিচারপতি নিয়োগের সংশোধনী আইন পাস করে সংসদে। তাদের ইচ্ছা ছিল নিজেদের লোকদের বিচারব্যবস্থার শীর্ষ পদে বসানো, যাতে নিজেদের ইচ্ছেমতো সবকিছু সংঘটিত করা যায়। বিচারব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই যাতে 'আইন সংগতভাবে' হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই চেষ্টা করতে কম কসুর করেনি বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার। এই ব্যবস্থা চালু হলে বিজেপি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারত। অথবা সাপও মরত লাঠিও ভাঙত না। তারা বলতে পারত, আইনের রাস্তাতে হেঁটেই তো দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো হয়েছে। দেশের সংবিধানকে সংশোধন করে বিষয়টিকে আরও সহজ করে নিতে পারত তারা। (যেমনটা তারা করেছিল কাশ্মীরের বেলায়, ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে সেখানকার মানুষের বিশেষ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে) একইসঙ্গে মুখ বন্ধ করে দিতে পারত বিরোধীদের। কেননা, দেশের শীর্ষ আদালত যে রায় দেয় তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না দেশবাসীর। সেই রায় যদি ত্রুটিপূর্ণও হয়, তবুও মানতে বাধ্য সবাই। সুতরাং দেশের ক্ষমতা দখলের পর থেকে আরএসএসের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি যে এরকম মতলব বহুদিন ধরেই ভাঁজছে তা আরও একবার প্রকাশ পেল দেশের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় মহাশয়ের কথায়। বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি যে অনাস্থা প্রকাশ করলেন, দেশের একজন সাধারণ মানুষ এটা করলে না জানি তার কী পরিণতি হত।

এমনিতেই ইডি, সিবিআই, আয়কর, এনআইএ-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো শাসকদলের লোকে ভরে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকী সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টগুলোর অনেক বিচারক বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে চলে বলে মনে করেন রাজনীতির কারবারিরা। ফলে সমগ্র বিচারব্যবস্থাটাকেই যদি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসা যায়, তবে এসব অভিযোগের বিশেষ সারবত্তা থাকবে না। তাই কখনও আইনমন্ত্রী, কখনও উপরাষ্ট্রপতিকে দিয়ে বিচারপতি নিয়োগের কলেজিয়াম সিস্টেমকে ভুল প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে ফ্যাসিস্ট সরকার।

জীবন বদলের বাণী

আল হাদিস

কোনও পিতা তার সন্তানের জন্য সৎ আদর্শ ছাড়া আর কোনও ভালো উপহার রেখে যেতে পারে না। *—আল হাদিস*

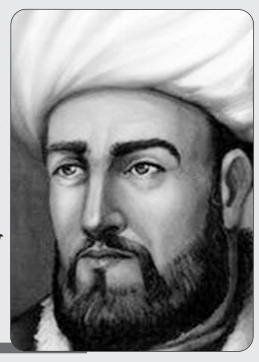

মানুষের মধ্যে যতগুলি মারাত্মক দোষের সমাবেশ ঘটে, এর মধ্যে কার্পণ্য দোষটি উল্লেখযোগ্য। *—ইমাম গাজ্জালি*

ক্ষমাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিশোধ। *—হজরত আলি রা.*

মুখ বন্ধ করে ফেলাই ক্রোধের সর্বোত্তম চিকিৎসা। *—হজরত ওসমান রা.*

কৃপণের দরজা শুধু একজন মেহমানের জন্যই খোলা থাকে, তিনি মালাকুল-মউত। *—মা আন*

ঐতিহাসিক পুনা চুক্তি ও গান্ধীর অনশন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে 'ফ্রান্সাইজ কমিটি'র আহ্বানে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আম্বেদকর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে সর্বত্রই তাঁর উদ্যোগে নির্যাতিত শ্রেণির লোকেরা কমিটির কাছে তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্যাতিত শ্রেণির প্রতিনিধি ছিলেন এম.সি রাজা। তিনি প্রথমে ড. আম্বেদকরের পৃথক নির্বাচনের সক্রিয় সমর্থক হলেও পরবর্তীতে ড. মুঞ্জের সাথে একত্রে সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করে আম্বেদকরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলেন।

ঝুমুর রায়

পুনা চুক্তি নিয়ে অনেক গল্প প্রচারিত আছে। 'জাতির জনক' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে এই চুক্তি। ভারতের ইতিহাসেও ফলাও করে লেখা আছে এই চুক্তির কথা। আজ আমরা ইতিহাসের আলোকেই পুনা চুক্তি নিয়ে আলোচনার প্রয়াস করব।

পুনা চুক্তির দাবিতে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ছিল ব্রাহ্মণদের পক্ষে, শূদ্রদের বিপক্ষে। আর সেই গান্ধীর পক্ষে ছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। উল্টোদিকে বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন শূদ্রদের পক্ষে আর ব্রাহ্মণদের বিপক্ষে। অথচ আজ উচ্চশিক্ষিত শূদ্ররাও গান্ধীর পক্ষে!

১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে 'ফ্রান্সাইজ কমিটি'র আহ্বানে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আম্বেদকর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে সর্বত্রই তাঁর উদ্যোগে নির্যাতিত শ্রেণির লোকেরা কমিটির কাছে তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্যাতিত শ্রেণির প্রতিনিধি ছিলেন এম.সি রাজা। তিনি প্রথমে ড. আম্বেদকরের পৃথক নির্বাচনের সক্রিয় সমর্থক হলেও পরবর্তীতে ড. মুঞ্জের সাথে একত্রে সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করে আম্বেদকরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলেন।

ড. আম্বেদকর আগে সংরক্ষিত আসনে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সাইমন কমিশনে উক্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু আম্বেদকরের এই দাবি গান্ধীজি মেনে নিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় নির্যাতিত জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ড. আম্বেদকরও পৃথক নির্বাচনের জোরালো দাবি তোলেন। এই দাবির সমর্থনে সারা ভারতে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয় এবং নির্যাতিত শ্রেণির অনেক সংগঠন এই দাবির সমর্থনে এগিয়ে আসে।

১৯৩২ সালের ১লা মে 'ফ্রান্সাইজ কমিটি'র অধিবেশন শেষ হয়। এই কমিটি কর্তৃক নির্যাতিত শ্রেণি বলতে কাদেরকে বোঝাবে তার একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা তৈরি করা হয়। সেই অনুসারে হিন্দু সমাজের যে সমস্ত শ্রেণির মানুষকে অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য করা হয় তারাই 'নির্যাতিত শ্রেণি' (Depressed Classes) নামে চিহ্নিত হবে। এই প্রেক্ষিতে ৭ মে নাগপুরে প্রায় ১৫-২০ হাজার লোকের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে সর্বভারতীয় দলিত বা নির্যাতিত শ্রেণির মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. আম্বেদকরের দাবিকে সমর্থন করে নির্যাতিতদের পৃথক নির্বাচনের দাবি সমর্থিত হয় এবং 'রাজা-মুঞ্জে ফ্যাক্ট'কে নির্যাতিত শ্রেণির স্বার্থ বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়।

এদিকে এম.সি রাজার ডিগবাজির কারণে বিচলিত আম্বেদকর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং শীঘ্রই লন্ডনের পথে যাত্রা করেন। ১৯৩২ সালের ৭ জুন লন্ডনে পৌঁছে দাবি সম্বলিত ২২ পৃষ্ঠার এক স্মারকলিপি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে পেশ করেন এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে নির্যাতিত শ্রেণির অনেক বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করান।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বন্টনের রায় ঘোষিত হয়। এতে পশ্চাৎপদ শ্রেণির জন্য প্রাদেশিক আইনসভায় পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং দ্বৈত ভোটাধিকারের ব্যবস্থাও স্বীকৃত হয়। এই দ্বৈত ভোট পদ্ধতি হল— কোনও ভোটার একটি ভোট নিজেদের প্রার্থীকে এবং অন্যটি সাধারণ প্রার্থীকে প্রয়োগ করতে পারবেন। এছাড়া ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। ফলে পার্লামেন্টে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় হিন্দুস্বার্থ সংশ্লিষ্ট পত্রপত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক বন্টনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক খবর ছাপতে থাকে। এতে সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হন পুনার যারবেদা জেলে অবস্থানরত বর্ণ হিন্দুদের প্রধান স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিভূ মহাত্মা গান্ধী। এই সাম্প্রদায়িক বন্টনের ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নির্যাতিত শ্রেণির বহু প্রত্যাশিত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই প্রথম গান্ধীজি আমরণ অনশনের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। গান্ধীজির আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তে কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। গান্ধীজির জীবন রক্ষার জন্য কেউ কেউ ড. আম্বেদকরের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করলেন। অসংখ্য টেলিগ্রাম ও পত্র মারফত কেউ কেউ সাম্প্রদায়িক বন্টনের দাবি ত্যাগের অনুরোধ করতে লাগলেন, কেউ বা ড. আম্বেদকরের জীবননাশের হুমকি দিতে লাগল, আবার কেউ সাম্প্রদায়িক বন্টনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার অনুরোধ জানালেন। আম্বেদকর তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। নির্যাতিত জনগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে তিনি নারাজ। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে নির্যাতিত শ্রেণির জনগণের সমস্যাকে যে গান্ধীজী মামুলি ব্যাপার বলে উপেক্ষা করেছিলেন, অথচ আজ তিনি সেই মামুলি সমস্যার জন্য কেন আমরণ অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন ? ড. আম্বেদকর প্রশ্ন তোলেন। গান্ধীজি তো ইংরেজদের দেশ ছাড়তে, মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে বা সমাজ থেকে চিরতরে অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটন করতে কোনওদিন আমরণ অনশন করেননি। যাননি। আসলেই তিনি শক্ত মাটিতে পদাঘাত করার মতো মূর্খ নন। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনে যদি ভারতের জাতীয়তা নষ্ট না হয়, তাহলে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনে ভারতের জাতীয়তা নষ্ট হবে কেন ?

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধীজির আমরণ অনশন শুরু হয়ে গেলে ১৯৩২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের 'ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বার হলে।' এদিকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে বর্ণবাদী হিন্দুদের একটি সম্মেলন আহুত হয়। এই প্রথম এরকম একটি সম্মেলনে ড. আম্বেদকর আমন্ত্রিত হলেন। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ড. মুঞ্জে, ড. সোলাঙ্কি, চিমনলাল শীতলবাদ, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. দেশমুখ, সাভারকর, মানু সুবেদার, কমলা নেহেরু, তেজ বাহাদুর সপ্রু, চৈত রাম, অ্যানি বেসান্ত, ঠক্কর, কে নটরাজন এবং পি.ও গিদওয়ানী প্রমুখ। সভাপতির অনুরোধে প্রথমে ড. আম্বেদকর তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, ''এটা দুঃখের বিষয় যে, গান্ধীজি নির্যাতিত শ্রেণির জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেছেন। সকলে যে তাঁর মূল্যবান জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুল হবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনারা হয়তো আমাকে নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে গুলি করে মারতে পারেন, কিন্তু আমি যে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যভার গ্রহণ করেছি তা থেকে আমি বিচ্যুত হতে পারব না। গান্ধীজি কোনও বিকল্প প্রস্তাব না রাখায় আমি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা বরং গান্ধীজিকে এক সপ্তাহের জন্য অনশন বন্ধ রাখতে অনুরোধ জানান এবং এই সময়ের মধ্যে কোনও না কোনও একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।''

প্রস্তাব চালাচালি শুরু হল। কিন্তু দুই পক্ষের কারও প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না। এদিকে গান্ধীজির শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিষয়টি ড. আম্বেদকরকে চিন্তিত করে তুলল। কেননা কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে গান্ধীজির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভারতে অস্পৃশ্য নির্যাতিত শ্রেণির ওপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ব্যাপক হতাহত হবার তীব্র সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে ড. আম্বেদকর ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে একটা আপোশ রফায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আপোষ চুক্তিতে গান্ধীজি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তা অভিনব। কার্যোদ্ধারের জন্য পরম শত্রুর কাছেও পরম মিত্রের অভিনয় করার দক্ষতা। ফলে ব্রিটিশরাজ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বন্টনের ভোট পদ্ধতিতে বন্টিত ৭৮টি আসনের পরিবর্তে নির্যাতিত শ্রেণির জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল ১৪৮টি পর্যন্ত। আসন বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তাদের কাছ থেকে দ্বিতীয় ভোটাধিকার হরণ করে নেওয়া হল। যে ভোটাধিকারের মাধ্যমে অস্পৃশ্যরা সহজেই সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারতো, সেই পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল। এই চুক্তি ভারতের ইতিহাসে 'কুখ্যাত পুনা চুক্তি' (Poona Pact) নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

জানা-অজানা

ভারতের এক 'অখ্যাত' গ্রামের গল্প

দারিদ্র্যের শাপমুক্তি ঘটিয়ে ৩০ বছরেই 'কোটিপতি' ৬০

১৯৮৯ সালে মহারাষ্ট্রের এই হিওয়ার বাজারের উত্তরণ শুরু হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে আমূল বদলে যায় চেহারা। গ্রামের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধূমপান, মদ্যপান ও তামাকসেবন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে গ্রামে সুস্থ সমাজ ফিরিয়ে আনেন ওই সরপঞ্চ। তারপর তিনি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মন দেন। কী করে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর বদল ঘটানো যায়, সেই পরিকল্পনা শুরু করেন গ্রাম প্রধান। গ্রামটি একটি বৃষ্টিছায়া এলাকায় অবস্থিত। প্রতি বছরই এই গ্রামে স্বল্প বৃষ্টি হয়।

এক অখ্যাত গ্রামের গল্প। পশ্চিম ভারতের এ গ্রাম আজ থেকে ৫০ বছর আগে খরার কবলে পড়েছিল। দারিদ্র্য গ্রাস করেছিল গোটা গ্রামকে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে আচমকাই বদলে যায় গ্রামের ভাগ্য। দারিদ্র্যের শাপমুক্তি ঘটে। এক গ্রামে ৬০ জন কৃষক কোটিপতি বনে যান। কী করে সম্ভব হল এই অসাধ্য সাধন। সেই গল্পই তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে।

গ্রামের নামটি হিওয়ার বাজার। মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায় অবস্থিত। আজ থেকে ৫০ বছর আগে ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছিল এই গ্রাম। খরার সব হারিয়ে গ্রামের কৃষক পরিবারগুলো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার ২০ বছরের মধ্যেই ঘটে গেল মিরাকেল। হতদরিদ্র গ্রাম হিওয়ার বাজার হয়ে উঠল কোটিপতিদের গ্রাম। এ গ্রামে এখন ৬০ জন কোটিপতি।

৬০ জন কোটিপতি সবাই-ই কৃষক। তাঁদের কল্যাণেই এই গ্রাম এখন ধনী গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাগ টু রিচ সাফল্যের কৃতিত্ব পোপাতারাও বাগুজি পাওয়ারের। তিনি গ্রামের প্রধান হয়েই এই গ্রামের ভোল বদলে দিয়েছিলেন এক লহমায়। আর্থ-সমাজিক পরিকাঠামো চিরতরে বদলে গিয়েছিল। ৯৫-এর দশকে যেখানে প্রতিমাসে গড় ৮৩০ টাকা রোজগার ছিল মানুষের, তা এখন বেড়ে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা হয়েছে। হিওয়ার বাজার গ্রামে মাত্র ১২৫০ জনের বাস। তার মধ্যে ৬০ জন কোটিপতি। এই গ্রামটি উন্নয়নশীল জাতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে। একটা সময় খরায় সব শেষ হয়ে গিয়েছিল এই গ্রামে। এখন সেখানে জমজমাট বাজার, ঝাঁ চকচকে রাস্তা, সবুজ মাঠ, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি এবং গাছ-গাছালি ঘেরা সুন্দর বাগান। সত্যিই ভারতের বুকে এক আদর্শ ও বিরল গ্রামে পরিণত হয়েছে এ গ্রাম।

এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো গ্রামের জুড়ি মেলা ভার। এই গ্রামে খেলা জায়গায় মল-মুত্রত্যাগ, তামাক-অ্যালকোহল সেবন পুরোপুরি নিষিদ্ধ। যতদিন যাচ্ছে ততই গ্রামটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বিগত ৩০ বছর ধরে উত্তরণের পথে এগিয়ে চলছে গ্রামটি। ভারতের অধিকাংশ বর্ধিষ্ণু গ্রামের তুলনায় এ গ্রামের উপার্জন দ্বিগুণ। আর সেই উপার্জন এসেছে সৎ উপায়ে। মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা এ গ্রামের নজরকাড়া।

এখন যে দৃশ্য দেখা যায় গ্রামে, আজ থেকে ৩০ বছর আগে কিন্তু এই গ্রাম তেমনটা ছিল না। ১৯৭২ সালে যে খরার কবলে পড়েছিল গ্রাম। তার ছাপ ছিল পরতে পরতে। বছরের পর বছর খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে এই গ্রামের অবস্থা। কুয়োগুলি শুকিয়ে পরিত্যক্তের চেহারা নেয়। জলের অভাব প্রকট ছিল। আয়ের কোনও উৎস ছিল না। আর এই অতৃপ্তের জ্বালায় বিষণ্ণতা গ্রাস করেছিল। অ্যালকোহলের প্রতি আসক্তি বাড়ছিল। বাড়ছিল গার্হস্থ্য হিংসা। এই পরিস্থিতিতে ৯০ শতাংশ মানুষই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শহরতলিতে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন আয়ের খোঁজে। হতাশাগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটাতে গ্রামের যুবকরা তখন তৎপর হন, এমন একজনের খোঁজে যিনি এই গ্রামের হালহকিকৎ আমূল বদলে দিতে পারেন। নতুন করে গ্রামকে গড়ে তুলতে পারেন। তখনই গ্রামের প্রধান বা সরপঞ্চ হিসেবে নিয়োগ করা হয় এক তরুণ-তুর্কিতে। তাঁর হাত ধরেই আলোর রেখা দেখতে পায় অন্ধকারে ডুবে যাওয়া এই গ্রামের মানুষ।

সেটা ছিল ১৯৮৯ সাল। মহারাষ্ট্রের এই হিওয়ার বাজারের উত্তরণ শুরু হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে আমূল বদলে যায় চেহারা। গ্রামের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধূমপান, মদ্যপান ও তামাকসেবন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে গ্রামে সুস্থ সমাজ ফিরিয়ে আনেন ওই সরপঞ্চ। তারপর তিনি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মন দেন। কী করে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর বদল ঘটানো যায়, সেই পরিকল্পনা শুরু করেন গ্রাম প্রধান। গ্রামটি একটি বৃষ্টিছায়া এলাকায় অবস্থিত। প্রতি বছরই এই গ্রামে স্বল্প বৃষ্টি হয়। মেরেকেটে ১৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় সারা বছরে। ফলে জলের চাহিদা মেটানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তিনি ঋণ নিয়ে এই গ্রামে বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং জলাশয় সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন। গ্রামবাসীকে নিয়ে রাজ্য সরকার তহবিল ব্যবহার করে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার জন্য ৫২টি মাটির বাঁধ, ৩২টি পাথরের বাঁধ, চেক ড্যাম ও পারলোকেশন ট্যাঙ্ক স্থাপন করেন। সেইসঙ্গে লাগানো হয় হাজার হাজার গাছ।

এর ফলে গ্রামবাসীরা সেচের সুবিধা পান এবং বিভিন্ন ফসল ফলাতে সক্ষম হন। বর্তমানে এই গ্রামে ২৯৪টি জলের কূপ রয়েছে। গ্রামের চারপাশে কুয়ো তৈরি হয়। এর ফলে কৃষিকাজ আবার স্বমহিমায় ফিরে আসে এ গ্রামে। এবং তা গ্রামবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। এ গ্রামে শুরু হয় কম জল ব্যবহারী ফসল উৎপাদন। শাকসবজি, ডাল, ফল ইত্যাদি চাষ হয়। চাষ হয় ফুলও। শুধু চাষাবাদই নয়, পশুপালনেও মনোনিবেশ করা শুরু করেন ওই গ্রাম প্রধান। গবাদি পশু পালনে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিপুল রাজস্ব আদায় শুরু হয়। এখন এই গ্রামে ৩৩ গ্যালন থেকে বেড়ে ৮৮০ গ্যালন দুধ উৎপাদন হয়। প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট গ্রামটি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। ১৯৯৫ সালে এই গ্রামে ১৮২টি পরিবারের মধ্যে ১৬৮টি দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল, এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে মাত্র তিনটি পরিবার। এই হিওয়ার বাজার গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে টয়লেট রয়েছে। প্রতিটি পরিবার বায়োগ্যাস ব্যবহার করে। এ গ্রামে স্কুল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও যথাযথ। গ্রামে রয়েছে বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত। এ গ্রামে কোনও পরিবারের দ্বিতীয় কন্যার শিক্ষা ও বিবাহের খরচ গ্রামের তরফে বহন করা হয়। ৬০ শতাংশেরও বেশি পড়ুয়া মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করছে। এই গ্রাম পরিবার পরিকল্পনা মেনে চলে। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতামূলক সমস্ত ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা মান্যতাও দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যেই দেশের বুকে আদর্শ গ্রামের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে মহারাষ্ট্রে হিওয়ার বাজার। মহারাষ্ট্র সরকার এই স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৬ সালে মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রামের প্রধান ও গ্রামবাসীদের এই অসমান্য উদ্যোগকে প্রশংসিত করেছেন। এরপর পোপাতারাও পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের মডেল ভিলেজ প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। অনুরূপ ১০০টি গ্রাম তৈরি করা হচ্ছে। যদি এইভাবে এগনো যায়, তবে গ্রামে কেউ দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকবে না। ১৯৯৫ সালে গ্রামের মাত্র ১০ শতাংশ আবাদযোগ্য ছিল। ২০১০ সাল নাগাদ এই গ্রামের গত আয় বিশ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। গ্রামের ৫০ জন কোটিপতি হয়েছিলেন। মাত্র তিনটি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। ২০০০ সালের পর মাত্র চার বছরে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ টন থেকে ৬ হাজার টন হয়। অর্থাৎ ৬০ গুণ বৃদ্ধি পায় উৎপাদন। আর দুধের উৎপাদন ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালে পর্যন্ত ২০ বছরে বৃদ্ধি পায় ২৫ গুণ। এভাবেই এই গ্রামে এখন ৬০ জন কোটিপতি রয়েছেন। গ্রামের অধিকাংশই আজ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছেন।

ভারত পরিক্রমায় রাহুল। রাজস্থানে প্রবেশ করল ভারত জোড়ো যাত্রা। স্বাগত জানালেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট।

‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান সীতাকে অসম্মানিত করছে: রাহুল গান্ধী

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুলের নিশানায় বিজেপি ও আরএসএস। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান নিয়ে দেশে ঘৃণা ও হিংসা ছড়াচ্ছে বিজেপি ও আরএসএস, দাবি রাহুলের। বিজেপি ও আরএসএসকে বিঁধলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, ভগবান রাম যে নীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই নীতি মানছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরিবর্তে দেশে ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর জন্য বিজেপি ও আরএসএসকে নিশানা করেন তিনি। গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। বর্তমানে পদযাত্রা রাজস্থানে প্রবেশ করেছে। সোমবার যাত্রা শুরুর আগে কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল বলেন যে ‘জয় শ্রীরাম’ মানে সীতা ও রামের স্লোগান। এখানে সীতা ছাড়া রাম অসম্পূর্ণ এবং রাম ছাড়া সীতা অসম্পূর্ণ।

‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে বিজেপি ও আরএসএস সীতাকে অসম্মান করছে বলে দাবি করেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি আরও বলেন যে আমরা যখন ‘হে রাম’ বলি, তখন রামের নীতিতেই জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আরএসএস নেতারা ‘হে রাম’ স্লোগানটি ভুলে গেছেন বলে কটাক্ষ করেন। তারা ভগবান রামের নীতি বিশ্বাস করেন না বলে রাহুলের দাবি। রামের নীতি বিশ্বাস করলে, দেশে হিংসা ও ঘৃণার পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না বলে মনে করছেন তিনি। ভগবান রামের নীতি মেনে চলার জন্য বিজেপি ও আরএসএসকে পরামর্শ দেন কংগ্রেস সাংসদ। রাহুল মনে করিয়ে দেন, রাম প্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং সম্মানের কথা বলেছেন, ঘৃণা ও হিংসার কথা বলেননি।

রাহুলের সুরে সুর মিলিয়েছে কংগ্রেসও। দলের টুইটার হ্যান্ডেলে রাম ইস্যুতে রাহুলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দিতে করা টুইট বার্তায় দেশে যে হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার প্রতিবাদ করে ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মেলাবার আবেদন করেছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশে ভারত জোড়ো যাত্রায় একই ইস্যুতে বিজেপি ও আরএসএসকে তুলোধনা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে আরএসএস ও বিজেপি নেতাদের অনিচ্ছার কথা তুলে ধরেন। আরএসএস নেতাদের কাছ থেকে মহিলারা কোনও সম্মান পান না বলেও দাবি করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। সেই সময় রাহুলের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বিজেপি। হিন্দুধর্ম নিয়ে রাহুলের এই আগ্রহকে কটাক্ষ করে পদ্মশিবির। হতাশ হয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলছেন বলে অভিযোগ করা হয়। রামকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে না দেখার জন্য বিজেপির তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের মতো ১৫ বছরের মেয়াদে আপে ধরাশায়ী বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিল্লির নির্বাচনে এবার একপেশে জয় পাবে আপ, এমনটাই দেখিয়েছিল বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষা। অরবিন্দ কেজরিওয়ালেরও বিশ্বাস ছিল তা। কিন্তু বিজেপি নেক টু নেক ফাইট দিয়েছে আপকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিজেপির ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে দিল্লি পুরসভায় বদল আনতে সমর্থ হয়েছে আম আদমি পার্টি। আম আদমি পার্টি কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনকে খর্ব করে দিল্লির ক্ষমতায় এসেছিল। রাজধানী দিল্লিতে সরকার গঠন করেছিল আম আদমি পার্টি। ২০১৩ থেকে যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল দিল্লির মাটিতে, তাতে কংগ্রেস হয়ে পড়েছে অস্তিত্বহীন। বিজেপিকে হারিয়ে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের নজির গড়ে চলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এখানে তাৎপর্যপূর্ণ যে আম আদমি পার্টি ২০১৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে কংগ্রেসকে সাফ করে ছেড়েছিল। এবার ২০২২ সালে দিল্লি পুরসভা থেকে ১৫ বছরের বিজেপি শাসনেরও অবসান ঘটিয়ে দিল। কাকতালীয় হলেও সত্যি যে ১৫ বছর টানা জয়ের পর আপের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছিল কংগ্রেস, এবার বিজেপিও। দিল্লিতে এবার প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য হয়ে গেল আম আদমি পার্টির। শুধুমাত্র বিজেপির সাংসদরা রয়েছেন দিল্লিতে। এখন দেখার ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি তাঁদের জয়ের ধারা ধরে রাখতে পারে কি না। আম আদমি পার্টি ২০১৩ সাল থেকে কংগ্রেসকে নির্মূল করে দিল্লিতে জয়ের ধারা বজায় রাখলেও লোকসভা নির্বাচনে দাঁত ফোটাতে পারেনি। লোকসভা নির্বাচনে ২০১৪ সাল থেকে দিল্লিতে জিতে আসছে বিজেপিই। এমনকী ২০১৫ সালের বিধানসভায় আম আদমি পার্টি কংগ্রেসকে নিঃশেষ করে বিজেপিকে প্রায় ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এলেও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে পর্যুদস্ত হয়েছিল। তারপর ফের ২০২০ সালের বিধানসভায় বিজেপিকে ঝাড়ু-ঝড়ে উড়িয়ে দিয়েছিল তারা। এবার ২০২২-এর দিল্লি পুর নিগমের নির্বাচনেও প্রভূত সাফল্য পেল। তারা ১৫ বছর পর বিজেপিকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করল দিল্লি পুরসভায়। টানা ১৫ বছর দিল্লি পুর নিগমের ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। এবার পালাবদল ঘটিয়ে দিল আপ, ঠিক যেভাবে ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দিল্লি বিধানসভার ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়েছিল আপ, এবারও সেভাবেই বিজেপিকে তাড়াল তারা। এবার দিল্লি পুরসভা ভোটে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ নতুন মুখ এনেও গড় রক্ষা করতে পারল না। গতবার ২৭২টির মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ১৮১টিকে। আম আদমি পার্টি পেয়েছিল ৪৮ আসন আর কংগ্রেস পেয়েছিল ২৭টি ওয়ার্ড। এবার দিল্লির পুরনিগের নির্বাচনে আম আদমি পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতা দখল করছে।

বিয়ের উপহারে রাস্তা সংস্কার!

মুসলিম মহিলার ইচ্ছেপূরণ যোগী প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিয়ের আগে রাস্তা সংস্কারের দাবি প্রয়াগরাজের বাসিন্দা নুকুশ ফতিমার। রাস্তা সংস্কারের আবেদন করে যোগী আদিত্যনাথকে টুইট করেছিলেন তিনি। একদিনে রাস্তা সংস্কার করে যোগী প্রশাসন তাঁকে বিয়ের উপহার দিল। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ফতিমা। আর তার ফলও হাতেনাতে পেলেন উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা ওই তরুণী। বিয়ের আগেই চকচকে রাস্তা পেল ফতিমার গ্রাম। এটা যোগীর বিয়ের উপহার বলে মনে করছেন ফতিমার পরিবার। কয়েকদিন আগে বিয়ে ঠিক হয়েছিল প্রয়াগরাজের ধুমানগঞ্জের আবুবকরপুর এলাকার বাসিন্দা নুকুশ ফতিমার। বিয়ে ঠিক হলেও, চিন্তা গ্রাস করে পরিবারে। কেননা ফতিমার বাড়ির সামনে যে রাস্তাটি রয়েছে তার অবস্থা এতটাই বেহাল যে, বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন নিয়ে তৈরি হয় সমস্যা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অনেক আগে থেকেই ফতিমা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে কড়া নেড়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আশ্বাসকে সম্বল করেই ঘরে ফিরতে হয়েছিল তাঁর। শেষপর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানাবেন বলে স্থির করেন। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। বিয়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগে রাস্তা সংস্কারের দাবি করে একটি টুইট করেন নুকুশ ফতিমা। ট্যাগ করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। টুইট বার্তায় ফতিমা লেখেন, ‘‘গত ১৫ বছর ধরে আমার এলাকায় কোনও রাস্তার সংস্কারের কাজ হয়নি। বর্তমান বেহাল রাস্তার জন্য এলাকার মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আগামী ৭ ডিসেম্বর আমার বিয়ে। বিয়েতে আপনাকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার এবং বিয়ের অতিথিদের আসতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, রাস্তাটি দয়া করে সংস্কার করুন।’’

ফতিমার এই টুইটে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের টনক নড়ে। গত সোমবার রাস্তাটি সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফতিমার কাকা জামাল আফসাল। তিনি আরও বলেন যে ২০০২ সালে রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। ১৫ বছর আগে রাস্তাটি মেরামত করা হলেও, তারপর আর সংস্কার হয়নি বলে জানিয়েছেন। আফসাল বলেন, রাস্তাটির এমন বেহাল অবস্থা হয়েছিল যে হাঁটাচলা করাও এলাকার মানুষের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিয়ের আগে রাস্তাটি সংস্কার হওয়ায়, খুশি ফতিমা। এটা যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে ‘বিয়ের উপহার’ বলে মনে করছেন তিনি। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নির্দিষ্ট সময়ে সরকারি প্রকল্পের কাজ যাতে শেষ হয়, তারজন্য বারবার কড়া বার্তা দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভালো রাস্তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সকল মানুষের অধিকার বলে জানিয়েছিলেন তিনি। বাকি থাকা সরকারি এই কাজ গত নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার চরমসীমাও দিয়েছিলেন যোগী। তা সত্ত্বেও আবুবকরপুর এলাকা রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় উঠছে প্রশ্ন।

১৮৩ জন ‘অযোগ্য’ প্রার্থীর তালিকায় নাম

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর সম্প্রতি ১৮৩ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ‘অন্যায় সুপারিশ’-এ চাকরি পেয়েছেন এমন ১৮৩ জনের নাম আছে সেই তালিকায়। এই তালিকা প্রকাশের পরই পূর্ব মেদিনীপুরের এক শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার টুম্পারানি মণ্ডল নামে ওই শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। নন্দীগ্রাম দেবীপুর মিলন বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা ছিলেন টুম্পারানি। সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের ১৮৩ জনের তালিকায় নাম থাকা একটি লিস্ট ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে নাম ছিল ওই শিক্ষিকার। এরপরই রবিবার চণ্ডীপুরের টুম্পারানির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে চাকরি পান টুম্পারানি মণ্ডল। বছর চারেক হল বিয়ে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। এরইমধ্যে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক হিসাবে চাকরি পাওয়া ১৮৩ জনের নামের তালিকা সামনে আনে স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের ওয়েবসাইটে ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

শুধু তালিকা প্রকাশ করাই নয়, অযোগ্য ওই প্রার্থীরা কোথায় চাকরি করছেন সেই তালিকাও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া তালিকায় নাম দেখার পরই শিক্ষিকা এই ঘটনা ঘটান। নন্দীগ্রাম দেবীপুর মিলন বিদ্যাপীঠের বাংলার শিক্ষিকা ছিলেন টুম্পারানি। রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে চণ্ডীপুরের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও এ নিয়ে পরিবারের তরফে কোনও কথা বলতে চায়নি।

শীত পড়তেই হাজির পরিযায়ী পাখির দল

উত্তরবঙ্গে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিরছে মাছের ঝাঁক। আসছে পরিযায়ী পাখির দল। ধীরে ধীরে শীত প্রবেশ করছে রাজ্যে। আর শীত আসতেই এখন অতিথিদের আগমনে গজলডোবা, ফুলবাড়িতে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। প্রতিবছর শীত এলেই ফুলবাড়ির তিস্তা ক্যানেল, গজলডোবায় পরিযায়ী পাখিদের আসা শুরু হয়ে যায়। এ বছরও তার অন্যথা হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই পরিযায়ী পাখিদের ঝাঁক আসতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সাইবেরিয়া, তিব্বত, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে পাখি আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোরোলি মাছও ঢুকতে শুরু করেছে। আর তার জেরে বেজায় খুশি মাছপ্রেমীরা। বেশ মোটা টাকাতেই বিক্রি হচ্ছে তিস্তার লোভনীয় বোরোলি মাছ।

এদিকে গজলডোবা, ফুলবাড়িতে তিস্তা ক্যানেলে ঝাঁকে ঝাঁকে বোরোলি মাছও উঠতে শুরু করেছে। মাছ প্রেমীরা বরোলি মাছের টানা নানা জায়গা থেকে উত্তরবঙ্গ এসে

থাকে। বিশেষ করে তিস্তার রূপোলি বোরোলির স্বাদ নিতে দূর দুরান্ত থেকে বাঙালি ছুটে আসে। শীত আসতেই তিস্তায় বরো মাপের বোরোলি মাছ উঠে থাকে। যা বিক্রি হয়ে ৬০০-১০০০ টাকা কেজি দরেও। তিস্তা, মহানন্দা নদীর বোরোলি মাছের চাহিদা সারা বছর মূলত উত্তরবঙ্গেই তুঙ্গে থাকে। শিলিগুড়ি থেকে বোরোলি প্যাকেটবন্দি হয়ে উত্তরবঙ্গের নানা জেলায় যায়। এমনকী, পৌঁছে যায় কলকাতায়ও। আগে উত্তরবঙ্গ ছাড়া এই মাছের তেমন একটা চাহিদা লক্ষ্য করা যেত না। কিন্তু, বর্তমানে কলকাতায় গৃহস্থদের হেঁসেলে বোরোলি মাছের কদর বেড়েছে। ব্যবসায়ীদের কথায়, ‘বিহারের ছবি সামনে আসার পর থেকেই তিস্তা-মহানন্দার বোরোলি সহ অন্যান্য নদীয়ালি মাছের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। চাহিদা বাড়ার কারণে অন্যান্য সময়ের থেকে বোরোলি মাছের দামও খানিকটা বেড়েছে।’

এদিকে এখন ভোরের আলো হওয়ার পর ছুটির দিনে গজলডোবায় ব্যাপক ভিড় জমে পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। রীতিমতো মেলার আকার নেয় গোটা এলাকা। বিশেষ করে শীতকালে রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতে ভোরের আলোতে ব্যাপক ভিড়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেই সময় বোরোলি মাছ থেকে শুরু করে স্থানীয় ক্ষেতের সবজি বিক্রি করে থাকেন। ইতিমধ্যেই ভোরের আলোতে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে পর্যটকদের। পাশাপাশি পরিযায়ী পাখি দেখতেও সেখানে ভিড় জমছে। এছাড়াও অনেকে ছবি তোলার টানেও এসে থাকেন সেখানে। গজলডোবার স্থানীয় ব্যবসায়ী সুরেশ রায়ের কথায়, ‘‘সারা বছর আমরা মাছ ধরে থাকি। তবে শীতের সময় বোরোলি মাছের চাহিদা ব্যাপক থাকে। তবে আগের মতো বোরোলি মাছ পাওয়া যায় না আর তিস্তায়। তবুও শীতে এখন বোরোলি মাছের ঝাঁক আসায় আমরাও খুশি।’’ এদিকে পরিযায়ী পাখি ও স্থানীয় বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের জন্য গজলডোবায় বহুদিন ধরেই পিকনিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শীত আসতেই সেখানে নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ ও বনদফতর।

নতুন করে সাজানো হচ্ছে গনগনিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করতে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গড়বেতার গনগনিকে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে কটেজ, ওয়াচ টাওয়ার, ফুড কোর্ট, কংক্রিটের ছাতা ইত্যাদি। শীতের মরসুম শুরু হতেই পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে গনগনিতে। শীঘ্রই অনলাইনের মাধ্যমে কটেজ বুকিংও চালু হয়ে যাবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। গনগনির পর্যটন ঘিরে হোম-স্টে তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে জেলা প্রশাসনের। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বলেন, ‘গনগনির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছেই। সারা বছর বহু মানুষ গনগনিতে আসেন। পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করতে রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতরের সহযোগিতায় পর্যটকদের রাত্রিযাপনের জন্য কটেজ তৈরি হয়েছে। যে কটেজগুলি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বুকিং খুব তাড়াতাড়ি চালু হয়ে যাবে। তাছাড়াও জেলার পর্যটন স্থানগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে হোম-স্টে সমেত নানা ধরনের কাজ করা হচ্ছে।’ক’দিন আগেই খড়্গপুরে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে গনগনি পর্যটন প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় গনগনিতে পর্যটকরা আসেন বছরের বিভিন্ন সময়। শীতের মরশুমে দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা পিকনিক করতে ভিড় জমান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোড়া গড়বেতার শিলাবতী নদীর তীরে গনগনিতে। আরও যাতে বেশি বেশি করে পর্যটকরা আসেন, পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক

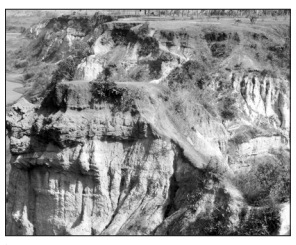

উন্নতি যাতে হয়, সে ব্যাপারেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গনগনি ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুরে এলে পর্যটকরা ঘুরে দেখতে পারবেন, আড়াবাড়ি জঙ্গল, শালবনির কর্ণগড়, গোপগড় ইকোপার্ক, গুড়গুড়িপাল ইকোপার্ক, মন্দিরময় পাথরা, পটচিত্রের গ্রাম পিংলার নয়া, দাঁতনের মোগলমারি, ক্ষুদিরামের গ্রাম মোহবনি, বিদ্যাসাগরের গ্রাম বীরসিংহ। কলকাতা থেকে গড়বেতার গনগনির দূরত্ব বড়জোর ১৫০ কিলোমিটার। সড়ক পথ ও রেল পথে আসা যায় গড়বেতায়। গড়বেতা স্টেশন থেকে কিছুটা দূরেই শিলাবতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই স্থানটি। এই জায়গাটি অনেকের কাছে গনগনিখোলা ও গনগনিডাঙা নামেও পরিচিত।

গনগনিতে দেখা যাবে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। হাজার হাজার বছর ধরে লাল কাঁকুড়ে মাটি ক্ষয় হতে হতে সৃষ্টি হয়েছে গিরিখাত! যার গভীরতা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ফুট। লোক বিশ্বাস, রাক্ষস বকাসুর এবং ভীমের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধের ফলে নাকি এই ভূপ্রকৃতির সৃষ্টি। একদিকে মাটি ক্ষয়ে তৈরি গিরিখাত, অন্যদিকে শিলাবতী নদী। বিকেলে সূর্যাস্ত, রাতের নির্জন পরিবেশ মন ভরিয়ে দেয় পর্যটকদের। গনগনির আশপাশে রয়েছে গভীর বনাঞ্চল। প্রাচীন টেরাকোটার মন্দিরও।

ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি নির্মাণ!

সুন্দরবনে ক্ষুব্ধ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের সুন্দরবনের কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে চলছে মাছের ভেড়ি নির্মাণ। এমনকী মাছের ভেড়ি তৈরি করে ঘেরার কাজ চলছে। এমনই চলছে কুলতলির গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের মধুসূদনপুরে নৈপুকুরিয়া নদীর চরে ও ১ নম্বর গরানকাঠিতে পিয়ালী নদীর চরে। অভিযোগ, বারুইপুর রেঞ্জের পিয়ালী বিট অফিসের কোনও নজরদারি নেই। বিট অফিসে কোনও অফিসারকেও দেখা যায় না। পরে কুলতলি থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ নদীর চরে পড়ে থাকা বেশ কয়েকটি কাঠ বাজেয়াপ্ত করে।

অভিযোগ, এই মধুসূদনপুর এলাকায় প্রায় ৪০-৫০ বিঘা জায়গায় নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছিল। রীতিমতো মেশিন বসিয়ে ১ নম্বর গরানকাঠি এলাকায় গাছ কাটার পর মাছের ঘেরি ঘেরার কাজ চলছিল। এদিকে, দিনের পর দিন এমনভাবে ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি নির্মাণে ক্ষুব্ধ এলাকার লোকজন। এতে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেও এই গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের নৈপুকুরিয়া নদীর চরে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছিল। তারপরেও আবার এমন হওয়ায় প্রশাসনের নজরদারি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এলাকার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল জানান, প্রশাসনিকভাবে নানান উদ্যোগ নিয়ে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে কুলতলিজুড়ে। কিছু অসাধু সমাজ বিরোধী মানুষ জন এই কাজ করছে। পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য।

পূর্ব মেদিনীপুরে মিলল খনিজ তেলের সন্ধান

ভাগ্য খুলল রাজ্যের

যে সকল দেশ অথবা রাজ্য খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ, সেই সকল দেশ অথবা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি আকাশছোঁয়া। এবার সেই রকমই ভাগ্য খুলতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের। কারণ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় মিলছে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ ও খনিজ তেলের সন্ধান।

খনিজ সম্পদের দিকে নজর রাখলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাটির নীচে রয়েছে উন্নতমানের কয়লা। এই জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে যে সকল জেলার নাম উঠে আসে তা হল পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি। তবে এর পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে মিলেছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান। ওএনজিসির তরফ থেকে তা উত্তোলনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। অশোকনগরে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের কাজ শুরু করার পাশাপাশি নতুন করে

আরও এক জায়গায় খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যায় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁতে। এরপর আবার নতুন করে খনিজ তেলের সন্ধান বেড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এই খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। তবে ভূপতিনগরের ঠিক কত পরিমাণ খনিজ তেল মজুত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে খুব তাড়াতাড়ি খনন কার্য শুরু করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। চলতি সপ্তাহে স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হবে বলেও জানা যাচ্ছে। ওএনজিসি-র তরফ থেকে এই আলোচনা করা হবে এবং তার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুরেও এইরকম খনিজ তেলের সন্ধান মিলেছে বলেও জানা গিয়েছে। সেখানে সবংয়ে মিলেছে খনিজ তেলের সন্ধান। সেখানেও ওএনজিসির তরফ থেকে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা হবে বলে সূত্রের খবর। এই সকল জায়গা ছাড়াও নারায়ণগড়ে তেলের জন্য কাজ চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

ঐতিহাসিক কারবালার শিক্ষা ও তাৎপর্য

মো. জিল্লুর রহমান

ইসলামের ইতিহাসে ফজিলতময় আশুরা বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জে সমৃদ্ধ থাকলেও সর্বশেষ সংঘটিত কারবালা প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসাইন রা.-এর শাহাদতই এ দিবসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আশুরা দিবসে হজরত ইমাম হোসাইন রা. কারবালায় অন্যায়, অবিচার ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য রণাঙ্গনে অকুতোভয় লড়াই করে শাহাদত বরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি অসত্য, অধর্ম ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে সপরিবারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ইসলামের সুমহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য তাঁর এই বিশাল আত্মত্যাগ ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার মুসলিম উম্মাহর জন্য এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

কারবালার ঘটনা থেকে মানবগোষ্ঠীর জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে, তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে হজরত ইমাম হোসাইন রা. নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তবু ক্ষমতার লোভে ন্যায়নীতির প্রশ্নে আপস করেননি। খেলাফতকে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরে ইয়াজিদের বলপ্রয়োগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চক্রান্তের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায়ের পক্ষে প্রতিরোধ সংগ্রামের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কারবালা প্রান্তরে সত্য ও ন্যায়কে চির উন্নত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক ১০ মহররম চিরকাল বিশ্বের নির্যাতিত, অবহেলিত এবং বঞ্চিত মানুষের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা জোগাবে। এভাবে পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আশুরা দিবসে হজরত ইমাম হোসাইন রা.-এর শাহাদত এক অনন্য, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। ইসলামের কালজয়ী আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্যই কারবালায় নবীবংশের আত্মত্যাগ হয়েছিল।

মূলত আশুরার দিনে মুসলমানরা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মত্যাগের এক অনুপম আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতালিপ্সা ও মসনদের লোভ-মোহের ঊর্ধ্বে উঠে হজরত ইমাম হোসাইন রা. বুকের তাজা রক্ত প্রবাহিত করে ইসলামের শাশ্বত নীতি ও আদর্শকে সমুন্নত করলেন। কারবালার রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়েই ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটে। কারবালা ট্র্যাজেডির বদৌলতেই ইসলাম স্বমহিমায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সত্যের জন্য শাহাদত বরণের এই অনন্য দৃষ্টান্ত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাহাত্ম্য তুলে ধরার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ১০ মহররমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। আশুরা দিবসে কারবালার শিক্ষণীয় এবং করণীয় হল, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের সামনে প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সময় অর্থ, বিত্ত ও সম্মানের লোভনীয় প্রস্তাব এলেও ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে আপসহীন মনোভাবের মাধ্যমে ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মৃতিতে ভাস্বর আশুরার শাশ্বত বাণী তাই অন্যায় প্রতিরোধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার প্রেরণা জোগায়।

আশুরা এই মহান শিক্ষা দিয়েছে যে, সত্য কখনও অবনত শির হতে জানে না। বস্তুত কারবালা ছিল অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রের লড়াই। ইসলামি আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন হজরত ইমাম হোসাইন রা. কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে আপস করেননি। জীবনের চেয়ে সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য নবি-দৌহিত্রের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ জগতের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল ঘটনা। কারবালার শোকাবহ ঘটনায় চিরন্তন সত্যের মহাবিজয় হয়েছিল এবং বাতিলের পরাজয় ঘটেছিল। সুতরাং আশুরার এই মহিমান্বিত দিনে শুধু শোক বা মাতম নয়, প্রতিবাদের সংগ্রামী চেতনা নিয়ে হোক চির সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন লড়াই, প্রয়োজনে আত্মত্যাগ—এটাই মহররমের অন্তর্নিহিত শিক্ষা। কারবালার কথকতা শুধু শোকের কালো দিবসই নয়, এর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কঠিন শপথ নেওয়ার এক সুদৃঢ় আকাঙ্খা।

ইহুদিরা আশুরা উপলক্ষে মহররম মাসের ১০ তারিখে রোজা রাখে। শিয়া সম্প্রদায় মর্সিয়া ও মাতমের মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করে। আশুরা উপলক্ষে ৯ এবং ১০ মহররম তারিখে অথবা ১০ এবং ১১ মহররম তারিখ রোজা রাখা সুন্নত। আল্লাহর রসুল সা. এই তারিখে রোজা পালন করতেন। মুসলমানরা এদিন উত্তম আহারের চেষ্টা করে। মহররম বা আশুরা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বে উদযাপিত হচ্ছে, কিন্তু এর মূল শিক্ষা ও তাৎপর্যকে হারিয়ে আজ আমরা এই দিবসকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিকৃতভাবে পালন করছি। রক্তের মাতম সৃষ্টি করছি, যা ইসলাম সমর্থন করে না। আজকে আমাদের অবস্থা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন উচ্চারিত উক্তির মতো। তিনি বলেছেন, ''বিশ্বের যে ঘটনা যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে ব্যক্তি যত বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, সে ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব তত বেশি কিংবদন্তি ও রূপকথার আবরণে আচ্ছাদিত এবং তত বেশি ভুল বোঝাবুঝিতে নিমজ্জিত।''

কারবালার ঘটনা হল প্রকৃত জয়-পরাজয়ের দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৬১ হিজরির ১০ মহররম কারবালায় ইমাম হোসাইন রা. মুসলিম উম্মাহের কাছে জয়-পরাজয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাৎপর্য সংবলিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। ইয়াজিদের সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে জয়ী অথচ মুমিনের হৃদয় রাজ্যে হজরত হোসাইন রা. বিজয়ের মর্যাদায় ভূষিত ও অধিষ্ঠিত রয়েছেন। বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত এই মাস মুসলিম উম্মাহর ইবাদত-বন্দেগি, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভ এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয়। (শেষ)

এক নৌকার ঘটনা ও হজরত নূহ আ.-এর জীবন সংগ্রাম

হজরত নূহ আ. ছিলেন সত্য এবং ন্যায় প্রচারে আপোষহীন। প্রচুর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে একটুও পিছু হঠেননি। আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। আমরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ এবং অনুসরণ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য আমরা সারাজীবন পরিশ্রম করব।

হজরত আদম আ.-এর ইন্তেকালের পর কেটে গেল অনেক বছর। বেড়ে গেল অনেক মানুষ। আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে গেল আল্লাহকে। লিপ্ত হল তারা মূর্তি পূজায়। পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে গেল। বৃদ্ধি পেল ঝগড়া-মারামারি। শুধু অশান্তি আর অশান্তি। আল্লাহতায়ালা তখন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য একজন নবি পাঠালেন। এই নবির নাম হজরত নূহ আ.। হজরত নূহ আ. আল্লাহর আদেশে দীর্ঘ সাড়ে নয়শো বছর পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। ভালো কাজ করতে বললেন। মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করার উপদেশ দিলেন। তিনি মানুষকে বললেন, ''তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনো, এক আল্লাহর ইবাদত করো, মূর্তিপূজা ত্যাগ করো, ভালো কাজ করো, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকো, আখেরাতের জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখো।'' তাঁর এই দাওয়াতে মাত্র আশি জন নারী-পুরুষ সায় দিল। ইমান আনল। বাকি লোকজন তাঁর কথার গুরুত্ব দিল না। তাঁকে পাগল বলে উপহাস করল। কষ্ট দিতে লাগল। তারা কাফেরই থেকে গেল।

হজরত নূহ আ. দীর্ঘদিন ধরে তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেন। অবশেষে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ''হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে আপনার দ্বীনের পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমার কথায় সাড়া দেয়নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন।''

আল্লাহতায়ালা হজরত নূহ আ.-এর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, কিছুদিনের মধ্যে তাদের ওপর তাঁর গজব নাজিল হবে। মহাপ্লাবন হবে। আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা তৈরি করতে বললেন। বলে দিলেন, গজবের আভাস দেখা দিলেই ইমানদার লোকজনদের নিয়ে নৌকায় উঠে যেতে। সঙ্গে দরকারি আসবাবপত্রও নিতে।

হজরত নূহ আ. আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট নৌকা তৈরি করলেন। সবাইকে শোনালেন আল্লাহর কথা না মানার কারণে ভীষণ আজাব আসার কথা। সবাইকে হুঁশিয়ার করলেন তিনি। কিন্তু লোকজন তাঁর কথা শুনল না। সৎ পথে এল না। তারা হজরত নূহ আ.-কে আরও বেশি বেশি ঠাট্টা, উপহাস করতে লাগল। তারা বলতে থাকল, ''এই মরুভূমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?''

অবশেষে সত্যি সত্যি তুফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে পানি বের হল। শুরু হল প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। বন্যা আসল। হজরত নূহ আ. তাঁর ঈমানদার লোকজন সহ নৌকায় আরোহণ করলেন। প্রতিটি জীবজন্তুর এক এক জোড়া করে সঙ্গে নিলেন। সেইসঙ্গে নিলেন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। তিনি নৌকা ছাড়ার আগে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়লেন—

'বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহিম।'

পানি বেড়েই চলল। আরও প্রবল হল ঝড় ও বৃষ্টি। নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হল। মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। সবকিছু পানিতে ডুবে গেল। কাফেররা পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল পাহাড় ডুবে গেল। তখন কাফেররা আর যাবে কোথায়? সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কাফেররা ধ্বংস হল। এমনকী হজরত নূহ আ-এর ছেলে কেনান আল্লাহ ও নবির কথা অমান্য করায় পানিতে ডুবে মারা গেল। কেউ বাঁচল না। এদিকে হজরত নূহ আ. তাঁর দলবল-সহ আল্লাহর রহমতে পানির ওপরে নৌকাতে ভাসতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত আল্লাহর আদেশে পানি আস্তে আস্তে কমে গেল। নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থামল। হজরত নূহ আ. লোকজন, জীবজন্তু ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসলেন। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তাঁরা পৃথিবীতে আবার নতুন জীবন শুরু করলেন। হজরত নূহ আ. ছিলেন সত্য এবং ন্যায় প্রচারে আপোষহীন। প্রচুর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে একটুও পিছু হঠেননি। আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

আমরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ এবং অনুসরণ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য আমরা সারাজীবন পরিশ্রম করব। শত বাধাবিপত্তি আসলেও আমরা পিছু হটব না। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব। আর সকলকে আল্লাহর দ্বীন মানার জন্য উৎসাহিত করব। যদি আমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হব। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সৎ পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ছোটোগল্প

অনিচ্ছাকৃত ভুল

নিজের আদর্শে অনড় থাকা রত্নালী খেই হারিয়ে ফেলে জীবনের ঘুরে চলা আবর্তের মধ্যে। হিমসিম খায় সামলাতে। এই চাকরিটা সে নিতেও চায়নি। সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। নাহলে তাঁদের ভাই বোন মাকে নিয়ে তিনজনের সংসার চলত কীভাবে? ভাবলে বুক কেঁপে উঠে তার। বাবা ট্র্যাক ইনস্পেক্টর ছিলেন, অন ডিউটি ট্রেনে কাটা পড়লেন। বাড়ির বড় মেয়ে রত্নালী সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভাই তখন নাইনে পড়ে। মা বললেন, ''রত্না, বাবার চাকরিটা তুই কর, আমার বয়স হয়েছে।'' অনেক পড়ার স্বপ্ন রেলের তলায় মিশে গেল স্টেশনে স্টেশনে টিকিট চেকিংইয়ের কাজের মধ্যে দিয়ে।

লিখছেন কাজী সামসুল আলম

ক'দিন ধরেই রত্নালীর ডিউটি পড়েছে মাদপুর স্টেশনে। খড়্গপুর থেকে হাওড়ার দিকে এক স্টেশন পরেই এই স্টেশন। খুব ব্যস্ত স্টেশন না হলেও, প্যাসেঞ্জারের আনাগোনা খুব একটা কম নেই। রেলের তথ্য অনুসারে যাত্রীর তুলনায় এখানে টিকিট বিক্রি কম হচ্ছে। নতুন কমার্শিয়াল ম্যানেজার করিতকর্মা মানুষ। তিনি এই ডিভিশনে বদলি হয়ে এসে এই দিকটায় নজর দিলেন বেশি। যে যে স্টেশনে টিকিট বিক্রি কম, সেইখানে সেইখানে টিকিট চেকিং স্টাফ পোস্টিং করলেন বেশি করে। রত্নালী খড়্গপুরে ডিউটি করত। এই নতুন কমার্শিয়াল ম্যানেজারের নতুন ফরমানে সবাইকে অদল বদল ডিউটি দিয়েছেন, ডিপার্টমেন্টাল হেড ইন্দ্রজিৎবাবু। সঙ্গে তিনি কোটা বেঁধে দিয়েছেন, যেভাবেই হোক কোটার টাকাটা তুলে দিতে হবে। মেয়ে স্কুলে পড়ে, তাকে স্কুলে দিতে যেতে হয়, আনতে যেতে হয়, ডিউটির ফাঁক দেখে দেখে স্কুটার করে স্কুলে দিয়ে আসা, স্কুল থেকে নিয়ে আসা হয়ে যেত। খড়্গপুরে থাকলে এই সুবিধা পেত। মাদপুরে চলে যাওয়া মানে সেই কাজটি আর করতে পারবে না। কাজের মাসিকে দিয়ে কাজটি করতে হলে রিকশার আসা-যাওয়া করতে মাসে অনেক টাকা চলে যাবে। তাই মৃদু আবেদন করেছিল রত্নালী, ''ইন্দ্রদা, একটু দেখুন না, আমায় যদি রেখে দেওয়া যায়, খড়্গপুরে।'' ইন্দ্রজিৎবাবু খ্যাঁক করে উঠলেন, ''তোমার অনুরোধ করা সাজে না রত্নালী। আমি যেদিন থেকে এসেছি, তুমি সেদিন থেকেই খড়্গপুরে আছো। আমার আসাই হয়ে গেল তিন বছর, আমারই ট্রান্সফার হওয়ার সময় হয়ে গেল। যাও যাও, তাও তো তোমায় কাছেই দিয়েছি। বেশি অনুরোধ করলে অন্যরা আরও বিপদে ফেলবে আমাকে।''

''ঠিক আছে, আমাকে না হয় গোকুলপুরে দিন। তাও ম্যানেজ করে ছেলেটাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা যাবে।''

কোনও অনুরোধ শুনলেন না ইন্দ্রজিৎবাবু। সেই থেকে মেজাজ খিচড়ে আছে রত্নালীর। সেও ডিউটির সময়ে কাউকে রেয়াত করে না। যদি বা করতো, গতকাল কোটা পূরণ তো দূর, কোটার অর্দ্ধেক টাকাও তুলতে পারেনি বলে বড়বাবু খুব আজেবাজে বকেছে। কিছুটা বদনামও করল। বলল, ''তুমি মনে হয় ঠিকঠাক ডিউটি করছো না।'' সে যতই বোঝাতে চাইছে— ''সব লোকেরাই টিকিট কাটছে, আমি ফাইন করি কী করে?'' কিন্তু শুনলে তো! নিজের মনে গজগজ করতে লাগলেন বড়বাবু।

তাই আজ বুড়িকে কিছুতেই ছাড়ল না। বৃদ্ধা যতই বোঝাবার চেষ্টা করছে, সে কেন টিকিট কাটতে পারেনি, সে কথা কানে নিতেই চাইছে না রত্নালী। তার সাফ কথা, ''টিকিট নেই মানে ২৫০ টাকা ফাইন দিতে হবে।''

অনেকক্ষণ ধরে হয়রানির পর বৃদ্ধা ব্যাগ থেকে রুমালে বাঁধা একটি দুশো টাকার নোট বের করে দিতে রত্নালী মেমো কেটে বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ''বয়স হয়েছে টিকিট ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে চাপবেন না।'' বুড়ি আর একটিও কথা না বলে অন্যদিকে চলে গেল।

বিকেলের চারটে পাঁচের ডাউন ট্রেন থেকে নাম মাত্র জনা চার-পাঁচ যাত্রী নামল। এই স্টেশনের চরিত্র বুঝতে পেরেছে রত্নালী, সকালের আপ ও ডাউন লোকালে যাওয়ার লোক বেশি কিন্তু নামার লোক কম, সন্ধ্যার পর থেকেই লোক বেশি নামে। যদিও রত্নালীর তখন ডিউটি থাকে না। পাঁচটা বাজলেই সে বাড়ির ট্রেন ধরে। চারটা পাঁচের ডাউন লোকাল থেকে ফের বুড়িকে নামতে দেখেও রত্নালী আর এগিয়ে গেল না। সে জানে একটা মেমো কেটে দিয়েছে সকালে, টিকিট কাটুক না কাটুক আর দেখবে না সে। চুপ করে আচ্ছাদনহীন লাল রঙ করা ঢালাইয়ের সিটে বসে শীতের মিঠে রোদ পোহাচ্ছিল রত্নালী। তাই বসে বসে বৃদ্ধার ট্রেন থেকে নেমে সকালের সেই একই ব্যাগ নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসা দেখছিল।

টিকিট চেকিংয়ের কাজ করতে করতে রত্নালীর মন থেকে মায়া-মমতা ধীরে ধীরে কেমন উবে যাচ্ছে, এটা সে বুঝতে পারে। একদিকে কর্তব্যের দায়িত্ব, অন্যদিকে মানুষের নানা দুর্দশার কাহিনি, শুনতে শুনতে বুঝতে পারে না, কোনটা সত্যি কোনটা পুরোপুরি মিথ্যা নাটকে সাজানো। একদিকে দপ্তরের বেঁধে দেওয়া কোটা আদায়ের মানসিক চাপ, অন্যদিকে অসহায় মানুষের আকুলি বিকুলি। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রত্নালীর মনের দ্বন্দ তাকে পীড়া দেয়। দিন দিন রুক্ষতা বাড়তে দেখে ওর বর ওকে বলেছিল, কাজের চাপ বাড়ির মধ্যে এনো না।

নিজের আদর্শে অনড় থাকা রত্নালী খেই হারিয়ে ফেলে জীবনের ঘুরে চলা আবর্তের মধ্যে। হিমসিম খায় সামলাতে। এই চাকরিটা সে নিতেও চায়নি। সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। নাহলে তাঁদের ভাই বোন মাকে নিয়ে তিনজনের সংসার চলত কীভাবে? ভাবলে বুক কেঁপে উঠে তার। বাবা ট্র্যাক ইনস্পেক্টর ছিলেন, অন ডিউটি ট্রেনে কাটা পড়লেন। বাড়ির বড় মেয়ে রত্নালী সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভাই তখন নাইনে পড়ে। মা বললেন, ''রত্না, বাবার চাকরিটা তুই কর, আমার বয়স হয়েছে।'' অনেক পড়ার স্বপ্ন রেলের তলায় মিশে গেল স্টেশনে স্টেশনে টিকিট চেকিংইয়ের কাজের মধ্যে দিয়ে। এর মাঝেই আলাপ হল আদিত্যর সাথে, একই অফিসে কাজ করত, ওরও কম্পেনসেশনের চাকরি। বাবার মৃত্যুতে পেয়েছে। সব শর্ত মেনে নিয়ে বিয়েতে মত দিয়েছিল রত্নালী। মাকে মাসে মাসে বেতনের অর্দ্ধেক টাকা পাঠিয়ে দেয়। যতদিন মা বেঁচে থাকবেন, ততদিন মায়ের সব দায়িত্ব রত্নালীর। ভায়ের পড়ার খরচও জুগিয়ে যাবে সে।

রত্নালীর টানাপোড়েন দেখে ইন্দ্রজিৎ মাঝে মাঝে বলে তাকে, ''জীবনকে নিজের মতো করে চালাতে চেষ্টা করো। সব কিছু করতে চাইলেও তুমি পারবে না।''

দিন কয়েক পরে খড়্গপুরের পাশের স্টেশনে জঁকপুরে ডিউটি পড়ে রত্নালীর। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। বেশ উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা লাগছিল। একটু চা খেতে মন করছিল ওর। টিকিট ঘরের পাশে চা দোকানটা বন্ধ আজ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখল, গোটা কয়েক দোকান মাত্র। কিন্তু সবগুলিই বন্ধ দেখে একটু এগোতেই নজরে পড়ল, এক বৃদ্ধা গুটিকয়েক ডিম নিয়ে বসেছে, কয়েক আঁটি শাক রয়েছে পাশে। রত্নালীকে দেখে বৃদ্ধা ডেকে উঠলেন, ''ও মা, এই স্টেশনে ডিউটি পড়েছে।'' রত্নালী চিনতে পারল, এ তো সেই বৃদ্ধা, যাকে দিন কয়েক আগে দু'শো টাকা জরিমানা করেছিল।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ''আপনার বাড়ি বুঝি এই স্টেশনে?''

''হ্যাঁ মা, তা কী জন্য বের হয়েছো এ দিকে?''

''একটু চা খেতে চেয়েছিলাম, তা সব দোকান তো বন্ধ দেখছি।''

''হ্যাঁ, ঐ রুপু ঝপ করে মরে গেল কি না?''

রত্নালী কিছু বুঝতে পারেনি বুঝতে পেরে বৃদ্ধা আবার বলল, ''আগো রুপু, মানে রূপক ঐ যে গরু মহিষের মেশ বিক্রি করার দোকান, ওটা রূপকেরই। হার্টফেল করে ছেলেটা কালকে মরে গেল। সেইজন্য বাজার বন্ধ।''

''ও, আচ্ছা, তাহলে চা পাওয়া যাবে না।'' রত্নালী চলে যেতে উদ্যত হতে বৃদ্ধা বলতে শুরু করলেন, ''তুমি কি গরিবের চা খাবে? তাহলে, একটু তৈরি করে এনে দিই।''

''না না তার দরকার নেই।'' রত্নালী বাধা দিয়ে বলল। তারপর কঈ মনে করে একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''এই বয়সে আপনি ব্যবসা করেন?''

''একে তুমি ব্যবসা বলছো মা? পাড়ায় গিয়ে গিয়ে লোকের কাছ থেকে দেশি মুরগির ডিম, হাঁস ডিম নিয়ে এসে যেখানে সেখানে বসে বিক্রি করি, দিন শেষে বিশ পঁচিশ টাকা হয়। তা দিয়ে কী আর পেট চলে? তবু না খেয়ে মরতে হয় না এই যা।''

''আপনার ছেলে নেই?''

''ছেলে, একটা ছিল, বাইরে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরে এল না। ওরা বলছিল, ভারা থেকে পড়ে গেছে, সে আজ সাত বছর হয়ে গেল।''

''এই টাকায় আপনার তো খুব কষ্ট হয়?''

''শুধু আমার নয় রে মা, এই টাকা থেকে অসুখী মেয়েটাকেও পাঠাতে হয়। সেদিন মেয়েকে ঐ টাকাই দিতে গিয়েছিলুম। তুমি তো নিয়ে নিলে আমার কাছ থেকে।''

''আপনি টিকিট না কাটলে, আমার কী করার আছে ঠাকুমা।''

ঠাকুমা শব্দটা শুনে বুকটা হু হু করে উঠলো বুড়ির। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তারও বিয়ে হ'ত, তার ছেলে-মেয়ে হ'ত, ছেলেটার ছেলে-মেয়েরা তাকে ঠাকুমা বলে ডাকত। সে সাধটুকুও তার পূরণ হল না। গলা জড়িয়ে এল তার। জড়ানো গলায় বলল, ''আমার কাছে সেদিন খুচরো ছিল না। ২০০ টাকার নোটটাই ছিল শুধু। টিকিটবাবু খুচরো দিল না, এদিকে ট্রেন এসে গেছে, না গেলে নাতিটার পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার টাকা জমা করা যাবে না ভেবে ট্রেনে উঠে পড়েছিলুম মা।''

''সেইজন্য আবার বিকেলে গেলেন?''

''না গেলে উপায় ছিল না, নাতিটাকে খুব কষ্ট করে মেয়েটা পড়াচ্ছে। মেয়েটা অসুখে পড়েছে, রোজগার বন্ধ। তাই আমাকেই সাহায্য করতে হয়। সহায় সম্বলহীন আমি অনেক কষ্ট করে টাকাটা জোগাড় করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তুমি নিয়ে নিলে। রেলের এক গার্ডবাবু আমার ডিম কিনে মাঝে মাঝে। ফিরে এসে তার কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করলাম সেদিন। সব শুনে আমায় ২০০ টাকা দিলেন। বললেন— আর ফেরত দিতে হবে না, আপনার নাতির পরীক্ষার ফি আমিই দিয়ে দিলাম। টিকিট কাটার খুচরো পাঁচ টাকা চাইতে বললেন— টিকিট লাগবে না আপনার। এই রসিদে কোনও ডেট লেখা নেই, যখন মনে হবে ঐ চালানেই মাদপুর যেতে পারবেন।''

''আপনার নাতির ফরম পূরণ হল সেদিন?''

সে আর এক কাহিনি মা, ''সেদিনই লাস্ট দিন ছিল, বিকেলে গিয়ে দেখে স্কুলের মেন গেটে তালা পড়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই, সবাই চলে গেছে। নাতি আমার পাগলের মতো ছুটছে এপাশ-ওপাশ। মেট্রিক পরীক্ষা কি না। বুঝতে পেরে স্কুলের কাছের এক দোকানদার তার বাইকে করে বড়বাবুর ঘরে নিয়ে গেল নাতিকে। কাজটা হল, না হলে নাতি আমার এ বছর পরীক্ষায় বসতে পারত না। নাতি বলছিল—সব মানুষ খারাপ হয় না দিদিমা। তাই বলি সবাই কি আর তোমার মতো হয় দিদিমণি? অনেক ভাল লোক আছে এই দুনিয়ায়। সারাদিনে ডিম বেঁচে শাক বেঁচে লাভ হয় কুড়ি থেকে তিরিশ টাকা। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ টাকা, এতে আমাদের তিন জনের চলে। মাঝে মাঝে যাই মেয়েকে টাকা দিতে। ট্রেনে ফাঁকি দিইনি কোনওদিন। বড্ড বেশি জরিমানা নিয়ে নিলে সেদিন।''

''আমি তো চাকরি করি, আমাকে এ কাজ করতেই হয়।''

''কিন্তু মা, আমার তো রোজ যেতে হয় না। এমন অন্যায় কাজ আমি করবও না। রসিদটা ব্যাগ থেকে বের করে দিয়ে বলল, নাও মা, ডেট লিখে দাও দিখি। এই বয়সে পাপ করতে মন চায় না।''

ডেটহীন রসিদটা হাতে নিয়ে রত্নালী বলল, ''অনিচ্ছায় এ কাজ করে ফেলেছিলাম, আপনি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, আর কোনওদিন ভুল হবে না, ঠাকুমা।'' রসিদটা হাতে মুঠো করে দলা পাকিয়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল রত্নালী, মনে হল জীবনের সব থেকে বড় চাবুক মেরে গেল অপরিচিত অসহায় এই সত্তরোর্দ্ধ বৃদ্ধা। রত্নালীর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে 'কোনওদিন ভুল হবে না', শধগুলির মানে খুঁজছে বৃদ্ধা।

মঙ্গলে ছিল এক কিলোমিটার গভীর সমুদ

গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলে একটা সময়ে বিশাল জলরাশি ছিল। শুধু জলরাশি বললে ঠিক বলা হবে না, মঙ্গলে ছিল বিশাল সমুদ্র। কারণ সেই সমুদ্রের গভীরতা ছিল হাজার ফুটেরও বেশি। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। অর্থাৎ গবেষণার পরে মঙ্গলকে আর রুক্ষ, শুষ্ক গ্রহ বলে মনে করলে চলবে না। মঙ্গল আদতে লাল গ্রহ। তপ্ত লোহার মতো মঙ্গলের রং। কিন্তু মঙ্গলের গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ফলে গরমের লেশমাত্র ভাগও নেই। হিমাঙ্কের তাপমাত্রার থেকে অনেক মঙ্গলের তাপমাত্রা। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রহে যা কিছু জলরাশি তা বরফ হয়ে থাকতে চায়। তার উপর বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা এবং খুব ঠান্ডা হওয়ার কারণে বরফ ছাড়া আর কোনও জলের অস্তিত্ব নেই এখানে।

তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় কিন্তু ভিন্ন দাবি করা হয়েছে। মঙ্গলেও জলরাশি ছিল। ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল গ্রহে ৩০০ মিটার অর্থাৎ প্রায় হাজার ফুট গভীর সমুদ্র ছিল। এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল গত ১৭ নভেম্বর। তারপর থেকেই মঙ্গলে সমুদ্রের অস্বিত্ব নিয়ে চর্চা চলছে। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মঙ্গলে সমুদ্রের উপস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণা করেন। সেন্টার ফল স্টার অ্যান্ড প্ল্যানেট ফর্মেশনের প্রফেসর মার্টিন বিজারো একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, মঙ্গল গ্রহে বরফে ভরপুর গ্রহাণু বর্ষণ হয়। এই কাণ্ড গ্রহের বিবর্তনের প্রথম ১০০ মিলিয়ন বছরে ঘটেছিল।

এই গবেষণায় আর একটি আকর্ষণীয় দিক যা উঠে এসেছে, তা হল— গ্রহাণুগুলি জৈব অণু বহন করে, যা জীবনের জন্য জৈবিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বরফের গ্রহাণুগুলি যে কেবল লাল গ্রহে জল পরিবরণ করেছিল, এমনটা নয়, সেই সঙ্গে আবার অ্যামিনো অ্যাসিডের মতো বায়োলজিক্যাল উপাদানগুলিও বহন করেছিল। ফলে মঙ্গলে জলের সঙ্গে জীবনও ছিল। সাম্প্রতিক এই গবেষণায় বলা হয়েছে, মঙ্গল গ্রহের ওই প্রাচীন মহাসাগরগুলি কমপক্ষে ৩০০ মিটার গভীর ছিল। এক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছেছিল মহাসাগরগুলি, এমন প্রমাণও মেলে। গবেষকরা বলেন, মঙ্গলে তখন এতটাই জল ছিল যে, পৃথিবীতেও এতটা জল ছিল না। সেই সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে অন্য একটি গ্রহের বিশাল সংঘর্ষ হয়েছিল বলেও গবেষণার উঠে আসে। ফলে তখন পৃথিবীতে নেমে এসেছিল বিপর্যয়। গবেষকরা বলেন, পৃথিবীর সঙ্গে অন্য এক গ্রহের সংঘর্ষের ফলে আর্থ-মুন সিস্টেম গঠিত হয়েছিল। একইসঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত সম্ভাব্য জীবনকে নিশ্চিহ্ন করেছিল সেই সংঘর্ষ। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে সত্যিই আরও দৃঢ় প্রমাণ চলে এল। প্রমাণ পেলেন গবেষকরা যে, পৃথিবীর থেকে অনেক আগে মঙ্গলে প্রাণের উদ্ভবের পরিবেশ ছিল।

উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হত্যা করেছিল ব্ল্যাক হোল

৮.৫ বিলিয়ন বছর পর আলো পৌঁছল পৃথিবীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মহাকাশে রহস্যজনক একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। পরে জানা যায়, এই আলো একটি নক্ষত্র থেকে আসছিল, যা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ব্ল্যাক হোল এই নক্ষত্রটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল।

আর এখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, পৃথিবী থেকে ৮.৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সময় মহাবিশ্ব তার বর্তমান বয়সের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল। এই নক্ষত্রটি ৮.৫ বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে ভেঙে গিয়েছিল, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ আলোর আকারে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেখতে পান বিজ্ঞানীরা।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পালোমার অবজারভেটরি দ্বারা প্রথম দেখা গিয়েছিল এই উজ্জ্বল আলোক। ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা যখন কোনও নক্ষত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সেটি একটি জোয়ার-ভাটা বিঘ্নিত ঘটনা হিসেবে পরিচিত হয়। মহাকাশে এগুলিকে ভায়োলেন্সের ঘটনা বলা হয়, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর আগেও পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত, ওই

আলো হল সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে দূরবর্তী আলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ব্ল্যাক হোলটি যখন তারাটিকে গ্রাস করত, তখন তা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসত। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ওই আলো এত উজ্জ্বল দেখায়, কারণ জেটগুলি সরাসরি পৃথিবীর দিকে পরিচালিত হয়েছিল। এটি ডপলার-বুস্টিং এফেক্ট নামে পরিচিত। এই আবিষ্কারটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। সেই সঙ্গে এটিও নিশ্চিত করা যেতে পারে যে, ব্ল্যাক হোল কীভাবে তারাকে গ্রাস করে!

এই ঘটনা নিয়ে নেচার অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড নেচার জার্নালে দুটি পৃথক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত যখন একটি বিশাল তারা বিস্ফোরিত হয়, তখন এটি শক্তিশালী এক্স-রে জেট নির্গত করে, যা রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিউট্রন স্টার ইন্টিরিয়ার কম্পোজিশন এক্সপ্লোরার, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা একটি এক্স-রে টেলিস্কোপ থেকে এই সংকেত বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকরা বলছেন, এখনও পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে উজ্জ্বল গামা-রশ্মি বিস্ফোরণ, যা আগের গামা-রশ্মি বিস্ফোরণের চেয়ে অন্তত ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী।

উল্কাপিণ্ড থেকে 'এলিয়েন গুপ্তধন'

দু'বছরের গবেষণায় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছর দুয়েক আগে ১৪ টন ওজনের একটি উল্কাপিণ্ড পড়েছিল সোমালিয়ায়। সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা দুটি নতুন ধাতুর সন্ধান পেয়েছিলেন, যা এর আগে পৃথিবীতে কখনও দেখা যায়নি। গবেষকরা জানিয়েছিলেন, সেটি ছিল নবম বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড। পরবর্তীতে পরীক্ষার জন্য মহাকাশ থেকে পতিত সেই শিলা পাঠানো হয় অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা করার পর গবেষকরা জানান এই দুই ধাতুর নাম ইলালাইট এবং এলকিনস্টান্টোনাইট।

এই দুই ধাতুর মধ্যে প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ইল আলি' থেকে, যাকে আয়ন, আইএবি কমপ্লেক্স হিসেবে শ্রেণিবদ্ধও করা হয়ছে। এই বিভাগে রয়েছে মোট ৩৫০টি উল্কাপিণ্ড। নবম বৃহত্তম উল্কাপিণ্ডটি যে শহর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তা সোমালিয়ার হিরান অঞ্চলের ইল আলি শহরের। সেই শহরের নাম থেকেই উল্কাপিণ্ডটির এমন নামকরণ

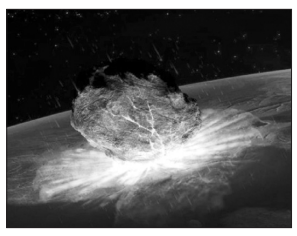

করা হয়। শুধু তাই নয়, আবিষ্কৃত ধাতুগুলির মধ্যে একটি শহরের নামকরণও করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাতুটির নামকরণ করা হয়েছে লিন্ডি এলকিন্স ট্যান্টনের নামে, যিনি অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন বিজ্ঞানী এবং নাসার সাইকি মিশনের সঙ্গে যুক্ত। সৌরজগতের গ্রহগুলি যে তৈরি হয়েছিল তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে ট্রিলিয়ন ডলারের ধাতু-বোঝাই সাইকি গ্রহাণুটিতে একটি তদন্তকারী দল পাঠাতে চায় নাসা। অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস হার্ড একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, ''আপনি যখনই একটি নতুন ধাতু আবিষ্কার করেন, তার ভূতাত্ত্বিক অবস্থা, পাথরের রসায়ন আগে পাওয়া কোনও ধাতুর সঙ্গে মিলছে কি না, সেগুলি খতিয়ে দেখতে হয়। আর তখনই বিষয়টি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিশেষ উল্কাপিণ্ডে যে দুটি নতুন ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বড় চমক।''

হার্ড আরও যোগ করে বললেন, ''গবেষকরা উল্কাপিণ্ড থেকে আরও নমুনা পেলে আরও অনেক ধাতু আবিষ্কৃত হতে পারে। উল্কাটি শহরের বাইরে পড়েছিল এবং প্রথমে উটের দেখভাল যাঁরা করেন, তাঁদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল।'' এই উল্কাটির চৌম্বকীয় ক্ষেত্র খুবই বেশি এবং এরকম কোনও শিলা আমাদের গ্রহে নেই। হার্ড যখন এই উল্কাপিণ্ডের শ্রেণিবিভাগ করছিলেন, তখন তার মনোযোগ উল্কাপিণ্ডর থেকেও বেশি তার ধাতুগুলির দিকে যায় বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে এই দুই ধাতুর পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি।

নাসার নতুন ছবিতে ধরা পড়ল প্লুটোর সত্যিকারের 'রং'

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্লুটোর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? একদা যে গ্রহের পরিচিতি হয়েছিল সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসেবে। কিন্তু ২০০৬ সালে সেই গ্রহকেই বামন গ্রহে নামিয়ে দেওয়া হয়। তার কারণ, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়ন দ্বারা বিবেচিত একটি পূর্ণ আকারের গ্রহের সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করতে অক্ষম হয় গ্রহটি।

তবে নাসা এবার প্লুটোর একটি আকর্ষণীয় ছবি শেয়ার করেছে। ওই ক্লোজ আপে ধরা পড়েছে প্লুটোর সত্যিকারের রং। নিউ হরাইজন মহাকাশযান দ্বারা এই ছবিটি তোলা হয়েছে। প্লুটো থেকে ২২,০২৫ মাইল (৩৩,৪৪৫ কিমি) দূরত্বে তোলা ছবিটি তার 'হার্ট' দেখিয়েছে, যা নাইট্রোজেন এবং মিথেন দিয়ে তৈরি একটি বিশাল হিমবাহ।

নাসা এই ছবি শেয়ার করে বলছে, ''প্লুটোর তলে রয়েছে অজস্র ফাটল, গর্ত, ট্যান পড়েছে। সামগ্রিকভাবে রঙিন সাদা হলেও একটা অংশ বাদামি-লাল।'' বামন গ্রহের আংশিকভাবে দৃশ্যমান 'হৃদয়' হল 'নাইট্রোজেন এবং মিথেন দিয়ে তৈরি একটি টেক্সাস এবং ওকলাহোমা আকারের হিমবাহ।' এদিকে, সাদা এবং ট্যান রংগুলি বাদামি-লাল পৃষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উপরের দিকে তা দৃশ্যমান হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে প্লুটো ১,৪০০ মাইলের সামান্য বেশি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থের প্রায় অর্ধেক বা চাঁদের প্রস্থের দুই তৃতীয়াংশ। ছোট এই গ্রহের পৃষ্ঠটি জল, নাইট্রোজেন এবং মিথেন দিয়ে তৈরি বরফাবৃত প্লুটোর কেন্দ্রটি পাথুরে বলে গবেষকরা জানিয়েছিলেন।

সম্ভাব্য গভীর সমুদ্রের গ্রহটির গড় তাপমাত্রা মাইনা ৩৮৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা মাইনাস ২৩২ডিগ্রি সেসিয়াস। আরও জানা গিয়েছে যে, প্লুটো অন্যান্য গ্রহের মতো 'নিখুঁত বৃত্ত' আকৃতির নয়। বরং অনেকটাই ডিম্বাকৃতির। নিউ হরাইজনস প্রথম মহাকাশযান হিসেবে প্লুটোতে পাড়ি দিল। এটি ৩.৭ বিলিয়ন মাইল দূরত্বে প্রদক্ষিণ করে এবং কুইপার বেল্ট অন্বেষণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসার তরফে বলা হচ্ছে, ''এটি এমনই একটি অঞ্চল, যা আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি থেকে অবশিষ্ট ছোট ছোট বস্তুতে পূর্ণ বলে মনে করা হয়।''

শেষ উইকেটে ম্যাচ জিতিয়ে রেকর্ড মেহেদি-মুস্তাফিজুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাতে ছিল এক উইকেট। বাকি ছিল ৫১ রান। সেখান কেউ কার্যত ভাবতেই পারেননি যে ম্যাচটা জিততে পারে বাংলাদেশ। কিন্তু সেটাই হয়েছে। দশম উইকেটে মেহেদি হাসান মিরাজ এবং মুস্তাফিজুর রহমানের জুটিতে ভারতকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন তাঁরা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (টেস্ট, একদিনের ক্রিকেট বা টি-টোয়েন্টি) শতাংশের বিচারে শেষ উইকেটে সর্বোচ্চ রান করে দলকে জেতানোর নিরিখে ইতিহাস তৈরি করেছেন মেহেদি এবং মুস্তাফিজুর। তাঁরা শেষ উইকেটে অপরাজিত ৫১ রান যোগ করেন। শেষ উইকেটে শতাংশের বিচারে সর্বোচ্চ রান যোগ করে দলকে এক উইকেটে জিতিয়েছে বাংলাদেশ।

১৩৬ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে বসেছিল বাংলাদেশ। ম্যাচ জয়ের থেকে ৫১ রান দূরে ছিল তারা। কিন্তু সেখান থেকে শেষ উইকেটে মেহেদি হাসান মিরাজ এবং মুস্তাফিজুর রহমান দুরন্ত লড়াই করে ম্যাচ বের করে নেন। সেই সঙ্গে তাঁর শেষ উইকেটে গড়েন দুরন্ত এক নজির।

প্রায় সাড়ে সাত বছর পর ভারতকে এক দিনের ক্রিকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আর তাদের হারানোর মূল কারিগর মেহেদি হাসান মিরাজ। যিনি ৩৯ বলে অপরাজিত ৩৮ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। তাঁর একার লড়াইয়ে ম্যাচের সব সমীকরণ বদলে যায়। আর তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করে ম্যাচের আর এক নায়ক হন মুস্তাফিজুর রহমান।

ভারতের বিরুদ্ধে শেষ উইকেটে সবচেয়ে বেশি রান করার নজির করেন মেহেদি হাসান এবং মুস্তাফিজুর। অর্থাৎ এক উইকেট হাতে থাকার সময়ে বড় পার্টনারশিপ করে ভারতের বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়ে নজির গড়েন তাঁরা। এর আগে ২০০২ সালে জিম্বাবোয়ের ডগলাস মারিলিয়ার এবং গ্যারি ব্রেন্ট শেষ উইকেটে ২৪ রান করে দলকে জিতিয়েছিলেন। সেটাই ছিল এত দিন রেকর্ড। কিন্তু এ রবিবার বাংলাদেশের মেহেদি এবং মুস্তাফিজুর সেই রেকর্ড ভেঙে অপরাজিত ৫১ রান করে গড়ে ফেললেন নতুন নজির।

পেলের নজির ভাঙলেন, টপকালেন মারাদোনা-রোনাল্ডোকে

এমবাপে স্পর্শ করলেন মেসিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের হাত ধরে বিশ্বকাপে মোট ৯টি গোল করে হয়ে গেল এমবাপের। আগের বিশ্বকাপে করেছিলেন চারটি গোল। এ বার বাকিদের থেকে অন্তত দু'টি গোলে এখনই এগিয়ে রয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম বয়সে আট গোল করার নজির এত দিন ছিল পেলের। ১৯৬৬ সালে ২৬ বছর বয়সে অষ্টম গোলটি করেছিলেন তিনি। এমবাপে সেই কাজ করে ফেললেন ২৩ পার হওয়ার আগেই। এ দিন ফুটবল সম্রাটের নজির ভেঙে দিলেন।

পাশাপাশি এমবাপে এ দিন টপকালেন মারাদোনা এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকেও। মারাদোনা এবং রোনাল্ডোর বিশ্বকাপে গোলসংখ্যা আটটি করে। আর এমবাপে করে ফেললেন নয় গোল। শনিবার প্রি-কোয়ার্টারে মারাদোনা এবং রোনাল্ডোকে টপকে গিয়েছেন লিওনেল মেসিও। তাঁর বিশ্বকাপে গোলসংখ্যা মোট ন'টি। আর রবিবার মেসিকেই স্পর্শ

করলেন এমবাপে। পোল্যান্ড ম্যাচে জোড়া গোলের হাত ধরে ৯ গোল করে ফেললেন তিনিও। প্রসঙ্গত, গত বারও রাশিয়া বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টারে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছিলেন এমবাপে।

ফিফা বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোল রয়েছে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজের। তাঁর মোট গোলসংখ্যা ১৬টি। ব্রাজিলের রোনাল্ডোর বিশ্বকাপের গোলসংখ্যা আবার ১৫টি। জার্মানির গার্ড মুলার বিশ্বকাপে করেছেন মোট ১৪টি গোল। আর ফ্রান্সের জাঁ ফঁতের রয়েছে ১৩টি গোল। এমবাপে এখনই ৯টি গোল করে ফেলেছেন। পারবেন কি সবাইকে টপকে নতুন রেকর্ড গড়তে?

জাতে ফরাসি এমবাপের গায়ে বইছে আফ্রিকান রক্ত। বাবা নাইজেরিয়ান, মা আলজেরিয়ান। ফ্রান্সের জাতীয় হ্যান্ডবল দলের সদস্য। এমবাপে দত্তক নেওয়া দাদাকে দেখেই ফুটবলে আসেন। ভাইও ফুটবলার। পিএসজি-তে খেলেন। রবিবার রাতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে এমবাপের দিকে নজর থাকবে গোটা বিশ্বের। অসাধারণ ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং ড্রিবলের ক্ষমতা এমবাপেকে অসাধারণ করে তুলেছে। মেসি, রোনাল্ডোর উত্তরসূরি যে কিলিয়ান এমবাপে, সেটা বলছেন তাবড় তাবড় ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

'ম্যাজিসিয়ান' মেসি হারালেন মারাদানাকেও

বিশ্বকাপের নক-আউটে অনন্য কীর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌদি ম্যাচ দেখার পর অনেকেরই মনে হয়েছিল এবারও কি খালি হাতে ফিরতে হবে ফুটবল ঈশ্বরের বরপুত্রকে? এবার কি তিনি সুবিচার পাবেন বিশ্ব-মঞ্চে? সেই আশঙ্কা উড়িয়ে পর পর দুটি ম্যাচে কর্তৃত্ব নিয়ে মেক্সিকো আর পোল্যান্ডকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। এবার প্রি-কোয়ার্টারে নক-আউট পর্বের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে কোয়ার্টারে তো পৌঁছেই গেল আর্জেন্টিনা, সেইসঙ্গে মেসি গড়ে ফেললেন অনন্য কীর্তি।

জীবনের হাজারতম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচ তিনি স্মরণীয় করে রাখলেন। একটা গোল করেই তিনি গড়ে ফেললেন একাধিক কীর্তি। প্রথমত এই গোলের মাধ্যমেই তিনি ছাড়িয়ে গেলেন মারাদোনাকে। বিশ্বকাপে মারাদোনা মোট আটটি গোল করেছিলেন। সেই গোল সংখ্যা ছাড়িয়ে মেসির গোল হয়ে গেল ৯টি। এখন তাঁর সমনে শুধু 'বাতি-গোল' অর্থাৎ বাতিস্তুতা। শুধু মেসি যে মারাদোনাকে টপকে গেলেন তা নয়, তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক নান্দনিক গোল করে একইসঙ্গে নক আউটে প্রথম গোল করার স্বাদ পেলেন। এতদিন তিনি নক আউট পর্বে কোনও গোল করতে পারেননি। এক আগে ২০১৪ সালে মেসির আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠলেও মেসি নিজে কোনও গোল করতে পারেননি নক-আউট পর্বে। তবে চারটি গোল তিনি করিয়েছিলেন।

২০২২-এর কাতার বিশ্বকাপে মেসি নক-আউটে নিজের গোল খরা কাটিয়ে উঠলেন। বাঁধিয়ে রাখার মতো একটি গোল করে তিনি নিজের স্বাক্ষর রাখলেন বিশ্বকাপের নক-আউটে। এবার প্রশ্ন, মেসিরা তো কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেন, তিনি কি পারবেন আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের বিশ্বকাপ খরা মেটাতে। মারিও কেম্পেস, দিয়েগো মারাদোনার পর লিওনেল মেসির হাতে উঠকে কি বিশ্বকাপ? এর আগে একটুর জন্য হাতছাড়া হয়েছিল বিশ্বকাপ। ২০১৪ সালে ফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছিল জার্মানির কাছে। ভালো খেলেও একটি মাত্র ভুলে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল বিশ্বকাপ, স্বপ্ন অধরাই রয়ে গিয়েছিল। এবার ফের সেই প্রত্যাশা নিয়ে এগোচ্ছেন মেসিরা। পৌঁছে গিয়েছেন শেষ আটে। আর মাত্র তিনটি ম্যাচে জয়ের অপেক্ষা। এবার কাতারে আর্জেন্টিনা খেলতে নেমেছিল ৩৬টি ম্যাচে অপরাজিত তকমা নিয়ে। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল আর্জেন্টিনা। বিশ্বরেকর্ডের থেকে দু-ম্যাচ দূরেই থামতে হয়েছিল নীল-সাদা জার্সিধারীদর। তবে সেই হার বিশ্বকাপে তাঁদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে।

পাকিস্তানের হারে লাভ ভারতের!

বাড়ল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকার শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। চার নম্বরে আছে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার পয়েন্ট পার্সেন্টেজ হল ৫২.০৮ শতাংশ। ঠিক ভারতের নীচেই আছে পাকিস্তান। বাবর আজমদের পিসিটি হল ৪৬.৬৭ শতাংশ।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে গিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে জোরদার ধাক্কা খেল পাকিস্তান। প্রথম দুইয়ে শেষ করে ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা কমল। তাতে লাভ হল ভারতের। এতদিন ভারতের পক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে ওঠার কাজটা একেবারে দুরূহ মনে হচ্ছিল। পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় কিছুটা সহজ হল সেই রাস্তাটা।

আপাতত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকার শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। অজিদের পয়েন্ট পার্সেন্টেজ (পিসিটি) হল ৭২.৭৩ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পিসিটি হল ৬০ শতাংশ। শ্রীলঙ্কা আছে তিন নম্বরে (পিসিটি ৫৩.৩৩ শতাংশ)। চার নম্বরে আছে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার পয়েন্ট পার্সেন্টেজ হল ৫২.০৮ শতাংশ। ঠিক ভারতের নীচেই আছে পাকিস্তান। বাবর আজমদের পিসিটি হল ৪৬.৬৭ শতাংশ।

অথচ একটা সময় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল পাকিস্তানের। কারণ ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ঘরের মাঠে পাঁচটি টেস্ট খেলতেন বাবররা। চেনা পরিবেশে প্রতিপক্ষকে মাত দিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রথম টেস্টেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭১ রানে হেরে গিয়ে কাজটা কঠিন করে ফেলল পাকিস্তান।

বাবরদের সেই হারের পর লাভবান হয়েছেন রোহিত শর্মারা। বাংলাদেশকে যদি হোয়াইটওয়াশ করে দেয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্টে হেরেও ফাইনালে পৌঁছানোর সুযোগ থাকবে ভারতের সামনে। বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার যা দল এবং স্পিনের বিরুদ্ধে যেভাবে এখন খোঁড়ায় ভারত, তাতে ঘরের মাঠে হলেও প্যাট কামিন্সদের হোয়াইটওয়াশ করার কাজটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করে দেয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট জিতে যায়, তাহলে ফাইনালে উঠে যেতে পারে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রথম টেস্টে 'হাইওয়ে' পিচে ব্যাট করে ৬৫৭ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ৫৭৯ রানে অল-আউট হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় ইনিংসে সাত উইকেটে ২৬৪ রানে ডিক্লেয়ার করে দেয় ইংল্যান্ডরা। ৩৪৩ রান তাড়া করতে নেমে ২৬৮ রানে অল-আউট হয়ে যায়।

টি-১০ ফাইনালে ১৮ বলে অপরাজিত ৪৩

আইপিএলে দাবি জোরদার নামিবিয়ার তারকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামে যে তাঁকে নিয়ে দড়ি টানাটানি হতে চলেছে, তা বুঝিয়ে দিলেন ডেভিড ওয়াইজ। টি-১০ লিগের ফাইনালে মাত্র ১৮ বলে অপরাজিত ৪৩ রান করলেন নামিবিয়ার তারকা। সেই ইনিংসের সুবাদে যে রান খাড়া করেছিল ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স, তা তাড়া করতে পারল না নিউ ইয়র্ক স্ট্রাইকার্স। তার ফলে পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হল ডেকান।

রবিবার ফাইনালে টসে জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নিউ ইয়র্কের অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড। শুরুটা দারুণ করে নিউ ইয়র্ক। প্রথম ওভারের শেষ বলেই আউট হয়ে যান ডেকানের সুরেশ রায়না। ব্যর্থ হন কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) আন্দ্রে রাসেলও। আট বলে নয় রান করে আউট হয়ে যান। রাসেল যখন আউট হন, তখন ডেকানের স্কোর ছিল তিন উইকেটে ৫৪ রান। তারপর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ঝড় ওঠে। ১৮ বলে অপরাজিত ৪৩ রান করেন ওয়াইজ। তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল দুটি চার এবং চারটি ছক্কায়। স্ট্রাইক রেট ২৩৮.৮৯। তাঁকে যোগ্যসংগত দেন ডেকানের অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। ২৩ বল

৪০ রান করে ইনিংসের শেষ বলে আউট হন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁদের সৌজন্যেই নির্ধারিত ১০ ওভারে চার উইকেটে ১২৮ রান তোলে ডেকান।

অন্যদিকে, নিউ ইয়র্কের হয়ে দুর্দান্ত বল করেন আকিল হোসেন। দু'ওভারে ১৬ রান দিয়ে দুই উইকেট নেন। কোনও উইকেট না পেলেও দু'ওভারে মাত্র ১০ রান দেন রশিদ খান। তবে প্রচুর ওয়াইড করেন। একটি করে উইকেট পান ওয়াহাব রিয়াজ (দু'ওভারে ৪৩ রান) এবং পোলার্ড (এক ওভারে ১৬ রান)।

লক্ষ্যমাত্রাটা খুব একটা বেশি না হলেও প্রথম ১২ বলে যে ধাক্কা খায় নিউ ইয়র্ক, তা থেকে আর ঘুরতে পারেননি পোলার্ডরা। প্রথম ওভারেই আউট হয়ে যান মহম্মদ ওয়াসিম (এক বলে শূন্য রান)। পরের ওভারেই ড্রেসিংরুমের পথে হাঁটা দেন পল স্টার্লিং (তিন বলে ছয় রান)। তিন বল পরেই স্টার্লিং পথে অগ্রসর হন ইয়ন মর্গ্যান (পাঁচ বলে শূন্য)। সেইসময় ১.৫ ওভারে নিউ ইয়র্কের স্কোর ছিল তিন উইকেটে ১৩ রান। সেই ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ৩.৩ ওভারে নিউ ইয়র্কের স্কোর দাঁড়ায় চার উইকেটে ৩৩ রান।

তারপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি নিউ ইয়র্ক। পোলার্ড কিছুটা চেষ্টা করলেও তিনি রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে যান। তাতেও দলের সর্বোচ্চ রান করেন (১৫ বলে ২৩ রান)। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ১০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ৯১ রানের বেশি তুলতে পারেনি নিউ ইয়র্ক। তার ফলে ৩৭ রানে জিতে যায় ডেকান। ডেকানের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন জোশুয়া লিটল (দু'ওভারে চার রান) এবং মহম্মদ হাসনাইন (দু'ওভারে ১৪ রান)। একটি উইকেট পান জাহির খান।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:03, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111